সুসমাচার, বিবাহ এবং যৌন আচরনে মূল্যবোধ

সম্পাদনায়- ডাঃ জে. আলফ্রি এবং এইচ টেন্যান্ট

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

The Gospel, Marriage & Sexual Morality

By Dr. J. Alfree & H. Tennant

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)

August 2011

Produced by the kind permission of
The Christadelphian Magazine and Publishing Association Ltd (UK)

সুসমাচার, বিবাহ এবং যৌন আচরনে মূল্যবোধ

"আমার প্রিয়তমা আমারই এবং আমি তাহারই"

পবিত্র বাইবেলে পুরুষ ও নারীর মধ্যে ভালবাসা ও সেই ভালবাসার গভীরতা নিয়ে বেশ কিছু শব্দ ও বাক্য ব্যক্ত করা হয়েছে। সেই প্রাচীন কালে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি বর্তমান যুগের যে কোন মানসম্পন্ন ভাষাকে হার মানাবে।

> "আমার প্রিয় কথা কহিলেন, আমাকে বলিলেন, অয়ি মমপ্রিয়ে! উঠ অয়ি মমসুন্দরি! আইস, কারণ দেখ, শীতকাল অতীত হইয়াছে, বর্ষা শেষ হইয়াছে, চলিয়া গিয়াছে, ক্ষেত্রে পুষ্প প্রস্ফুটিত হইয়াছে, গানের সময় হইয়াছে।" পরমগীত ২ঃ১০-১২ পদ।

অন্যভাবে বলা যায়, বিবাহ দ্বারা যখন একজন আর একজনের চিরসঙ্গী হয় তখন মাত্র একটি বাক্য ব্যবহার করে (আমার প্রিয় আমারই, আর আমি তাহারই) সেই অমর দৃঢ় বন্ধনের মধুরতা প্রকাশ করা যায়। বাইবেলে এই অপূর্ব মহিত শব্দগুলি যে কোন ব্যক্তিকেই কাব্যিক ভাবনায় রঞ্জিত করে তুলতে পারে।

শব্দগুলি এত সাধারণ অথচ এত গভীর মর্ম প্রকাশে অংকিত যা সেই পবিত্র বন্ধনে আবদ্ধকৃত ব্যক্তিদ্বয়ের অন্তরস্থ ভাব প্রকাশ করে অনুভুতিতে মৃদু সাড়া যোগায়। পবিত্র বাইবেলের আলোকে বিবাহ'কে এবার দৃষ্টিপাত করা যাক, 'বিবাহ' সম্পর্কে বাইবেলের ভাষা খুবই পরিষ্কার, নিশ্চিত এবং অবশ্যম্ভাবী সেটি হচ্ছে একমাত্র বিধিমতে 'বিবাহ' দ্বারাই সুখী স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবন যাপন ও পরিবার গঠন সম্ভব। পবিত্র বাইবেল মতে মনুষ্য জীবনের বংশবৃদ্ধি এই প্রকারেই হওয়া উচিৎ এবং তা হয়েও ছিল।

এইসব শুরু হয়েছিল কিভাবে? (How it all Began?)

> "কিন্তু সৃষ্টির আদি হইতে ঈশ্বর পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে নির্ম্মাণ করিয়াছেন; "এই কারণ মনুষ্য আপন পিতা-মাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে, আর সে দুই জন একাঙ্গ হইবে;" সুতরাং তাহারা আর দুই নয়, কিন্তু একাঙ্গ।" (মার্ক ১০ঃ৬-৮)।

আদি নারী ও পুরুষের কাহিনীর শুরু এইভাবেই আর তাদের প্রজন্মই হচ্ছি আমরা, পৃথিবীতে জন্ম প্রাপ্ত সকল মানব সন্তান, যে প্রজন্মে যীশুর গর্ভধারীনি মাতা বা নারীও অন্তর্ভূক্ত, স্বয়ং যীশুই এই কাহিনী বিবৃত করেছেন যেটি আমরা মার্ক লিখিত সুসমাচারের উদ্বৃতি দিয়েছি। স্ত্রী ও পুরুষের পারস্পরিক এই সমঝোতার সম্পর্ক তাদেরই সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত। ঈশ্বর

তাদেরকে যে শুধু একাঙ্গ হয়ে একে অন্যের জন্য সৃষ্টি করেছেন তাই-ই নয়, এর আরেকটি প্রধান উদ্দেশ্য হচ্ছে তাদের উত্তরসুরীর জন্ম দিয়ে একে অন্যের সঙ্গে বাস্তব অভিজ্ঞতার অংশীদারিত্বের দায়িত্ব বহন করা মূলতঃ প্রথম মানবের একান্ত সঙ্গী ও সহযোগীতার কারণে এই সম্পর্ক প্রবর্তনের প্রয়োজন ছিল।

> "আর সদাপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থাকা ভাল নয়, আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি।" (আদিপুস্তক ২:১৮)

পুরুষ এবং নারী উভয়েই এমন ভিন্ন ভিন্ন নিপূণ কৌশলে সৃষ্টি যাতে করে একে অন্যের দৈহিক ও মানসিক সন্তুষ্টি বিধানে ও বংশ উৎপাদনে সক্ষম। পারস্পরিক সমঝোতা ও দায়িত্বশীলতা দ্বারা নূতন সম্পর্কে আজীবন আবদ্ধ থেকে পরিবার ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করা।

> "ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে এবং তাহারা একাঙ্গ হইবে।" (আদিপুস্তক ২ঃ২৪)।

এটাতে পুরুষ এবং স্ত্রীর মধ্যেকার শুধুমাত্র শারীরিক যোগসুত্রটাকেই বোঝায় না বিষয়টির গভীরতর তাৎপর্য রয়েছে। একাঙ্গ হওয়াটা যেমন শারীরিক তেমনি মানসিকও, একে অন্যের সুখ-দুঃখে সহভাগি হয়ে জীবনের অন্তিম মুহুর্ত পর্যন্ত একান্ত সঙ্গী হয়ে স্বেচ্ছায় প্রতিজ্ঞা করা, বিবাহ বন্ধন ঈশ্বরের অপূর্ব দান, মনুষ্যের প্রয়োজনে ঈশ্বরই অংকিত করেছেন,

> "অতএব ঈশ্বর যাহার যোগ করিয়া দিয়াছেন মনুষ্য তাহার বিয়োগ না করুক" (মার্ক ১০ঃ৯)।

বিবাহ প্রথা প্রবর্তনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, মনুষ্য ফলবন্ত এবং বহুবংশ হবে, বৈবাহিক সম্পর্ক দ্বারা গর্ভধারন মাধ্যমে সন্তান-সন্ততির জন্ম দেওয়া। পবিত্র বাইবেল কখনই অবিবাহিত স্ত্রীলোকের সন্তানধারণ এবং সেই সন্তানের অবিবেচক, দায়িত্বহীন পিতাকে তার সন্তান লালন পালনের অনুমতি বা প্রশ্রয় দেয় না। তার কারণ? সন্তান বা একটি মনুষ্য জীবন সুস্থ স্বাভাবিক বেড়ে উঠবার জন্যে সুস্থ, স্বাভাবিক পরিবার প্রয়োজন।

> "আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দিবে, এবং গৃহে বসিবার কিংবা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিংবা গাত্রোত্থান কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন করিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ৬-৭ পদ)।

> "তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভুর আজ্ঞানুসারে তোমার পিতা ও মাতাকে সমাদর করিও" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫ঃ১৬ পদ)।

পবিত্র শাস্ত্রে পরিবারই হচ্ছে সুস্থ ও স্বাভাবিকতায় মনুষ্য জীবন যাপনের একক কেন্দ্র যেটা হয়তো বিংশ শতাব্দীতে তেমন মুল্য রাখে না। নিয়ম বহির্ভূত বা অবৈধ সম্পর্ক ক্ষতিকারক

সিদ্ধান্ত নিতে, অপরাধ এবং ভুলজনিত ঘটনা ঘটাতে উদ্বুদ্ধ করে। বৈবাহিক বন্ধনকে সুদৃঢ় ও স্বচ্ছ রেখে পারিবারিক বন্ধনের দ্বারা পরিবারের সকল সদস্যের সুখী ও প্রাণবন্ত জীবন যাপন করার নিশ্চিত কল্পে প্রত্যেক স্বামীকে ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত ব্যবস্থা বিধি মেনে চলা উচিৎ,

"তোমরা প্রতিবেশীর স্ত্রীতে লোভ করিও না" (দ্বিতীয় বিবরণ ৫ঃ২১ পদ)।

ব্যভিচারকে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে অমার্জনীয় পাপ হিসেবে গণ্য করা হয়েছে। যাতে করে বৈবাহিক সুখ, নির্ভরতা অক্ষুন্ন থাকে। এটা অনস্বীকার্য যে, ব্যভিচার বিবাহ বহির্ভুত সম্পর্কে শুধুমাত্র ভুক্তভোগী ব্যক্তিটির তথা সুষ্ঠ পরিবার গঠনেই বাধ সাধে না, অবৈধ সন্তানগণ বেশীরভাগ সময়ই সামাজিক বোঝা ও অপরাধী হয়ে থাকে। অতএব বাইবেলীয় দৃষ্টিতে 'যৌনতা' বা মনুষ্যের জৈবিক আচরন এমন কোন অদ্ভুত বা লুকোচুরির বিষয় নয় যেটা ব্যক্তিগণকে মানবীয় সাধারণ সম্পর্কের বাইরে গিয়ে খুঁজতে হবে। মানবীয় এই জৈবিক ইচ্ছা নিবারন কল্পে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী পরস্পর সমঝোতা ও অংশীদারীত্ব নেবার আজীবন স্বেচ্ছা অঙ্গীকার পালন করে বিবাহ বন্ধন দ্বারা। এই বন্ধন দ্বারা একজন অন্য আর একজনের কাছে অন্তরের অন্তঃস্থল অনুভূতি, একজন অন্যের প্রতি ভালবাসা ও সন্তুষ্টির সর্বোচ্চ বহিঃপ্রকাশ ঘটায় তাদের একান্ত সঙ্গ ও আচরন দ্বারা।

বিবাহ হচ্ছে ঈশ্বর প্রদত্ত (Marriage is God Given)

বিবাহ এবং বিবাহে জৈবিক ভালবাসা সর্ব প্রথম ঈশ্বরই মানুষের মধ্যে প্রচলিত করেন। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরই যিনি তাঁহার সৃষ্টি মনুষ্যের অন্তরে সেই ঐকান্তিক ভালবাসা/অনুভুতির বীজ বুনে দিয়েছেন যার টানে সে তার পিতা-মাতা, লালন স্থান ছেড়ে নূতন সঙ্গী, নূতন জীবন তথা নূতন আবাস স্থলে বসবাস করতে প্রয়াসী হয়। বাইবেলের কোথাও ব্যক্তিজীবনের স্বাভাবিক জৈবিক তাড়না বা যৌনতাকে বাতিল হিসেবে ব্যাখ্যা করেনি তথা বৈবাহিক সম্পর্কে যৌন সম্পর্ক স্থাপনকে, বাইবেল যেটা নিষিদ্ধ করেছে সেটা হচ্ছে স্বেচ্ছাচারিতা, অনিয়ন্ত্রিত চিন্তাধারা তথা অবৈধ যৌন কার্যকলাপ, একের অধিক সঙ্গীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন, সর্বোপরী 'সত্যিকার বিবাহ' বহির্ভুত যৌন-আচরনে রত থাকা। গভীর ভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে বাইবেলের এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র বিবাহ বন্ধনের পবিত্রতা এবং অক্ষুন্নতা বজায় রাখার স্বার্থে। কারণ যৌন সংক্রান্ত বিপথগামীতা ও বিকৃততাচারন হচ্ছে অমার্জনীয় পাপ, আর এই প্রকার পাপ ঈশ্বরের ব্যবস্থা, নীতিমালার বিরুদ্ধাচারণ করে।

একটি বিষয় লক্ষ্য করা যায় যে, যখন বাইবেল কোন পাপময় আচরণ বা সম্পর্ককে অনুমোদন করে না তখন প্রায়ই পুরুষ এবং স্ত্রীর সেই সম্পর্ককে নষ্ট বা মূল্যহীন সম্পর্ক বলে ব্যক্ত করা হয়েছে। অপরদিকে যখন ঈশ্বরের ইচ্ছা ও ব্যবস্থাকে মূল্য দিয়ে স্ত্রী পুরুষ ভালবাসার বন্ধনে

আবৃত হয়ে সন্তানের পিতা-মাতা রূপে পরিবারের অন্যান্য সদস্য পরিবেষ্টিত থাকে সেই অঙ্গনকে গৃহ বা বাড়ী বলে বাইবেল ব্যাখ্যা দেয় এবং সেই 'গৃহের' অধিকর্তার আশ্বাসবানী

> "পিতা সন্তানদের প্রতি যেমন করুণা করেন, যাহারা সদাপ্রভুকে ভয় করে, তাহাদের প্রতি তিনি তেমন করুণা করেন।" (গীত ১০৩ঃ১৩ পদ)।
>
> "তোমাদের হৃদয় উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাড়ীতে অনেক বাসস্থান আছে, যদি না থাকিত, তোমাদিগকে বলিতাম না; কেননা আমি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করতে যাইতেছি" (যোহন ১৪ঃ১-২ পদ)।
>
> "আমি সদাপ্রভুতে অতিশয় আনন্দ করিব, আমার প্রাণ আমার ঈশ্বরে উল্লাস করিবে; কেননা বর যেমন যাজকীয় সজ্জার ন্যায় শিরোভূষণ পরে, কন্যা যেমন আপন রত্নরাজি দ্বারা আপনাকে অলংকৃতা করে, তেমনি তিনি আমাকে পরিত্রাণ-বস্ত্র পরাইয়াছেন, ধার্ম্মিকতা-পরিচ্ছদে পরিচ্ছন্ন করিয়াছেন" (যিশাইয় ৬১ঃ১০ পদ)।
>
> "মাতা যেমন আপন পুত্রকে সান্ত্বনা করে, তেমনি আমি তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিব; তোমরা যিরুশালেমে সান্ত্বনা পাইবে" (যিশাইয় ৬৬ঃ১৩ পদ)।

উপরোক্ত বাইবেলের বাক্যগুলি কি যথার্থভাবে সমবেদনামূলক হতো যদি কিনা ঈশ্বর একজন দায়িত্ব জ্ঞানহীন 'অবিবেচক' পিতার রূপে তাঁর সন্তানদের অর্থাৎ বিশ্বাসীদের কাছে আত্মপ্রকাশ করতেন অথবা একজন অবৈধ সন্তানের অবিবাহিত মাতা হিসেবে যে মাতা কিনা সেই সন্তান জন্ম নেবার পূর্বেই তার ভ্রুন বিনষ্ট করে ফেলতে চায়? বাইবেলের উল্লেখিত বিভিন্ন পদগুলি থেকে এটা নিশ্চিত যে, ঈশ্বর পবিত্র বৈবাহিক সম্পর্কের দ্বারা গঠিত পরিবার বা গৃহতে সেই ধরণের ভালবাসা ও বন্ধনের প্রতিফলন দেখতে চান যা কিনা তাঁর প্রকৃতিতে বিদ্যমান এবং তিনি তাঁর ভক্ত সন্তান তথা তাঁর সৃষ্টির প্রতি দেখিয়ে থাকেন। ঈশ্বর তাঁর অপার ভালবাসার নিশ্চয়তা দিয়েছেন প্রভু যীশু খ্রীষ্টের মাধ্যমে, সকল খ্রীষ্ট বিশ্বাসীদের সঙ্গে তিনি এবং প্রভু যীশুখ্রীষ্ট চিরকাল ভালবাসার বন্ধনে আবদ্ধ থাকবেন।

প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও (Be Fruitful and Multiply)

পৃথিবীস্থ বিভিন্ন অনুকুল পরিবেশের দ্বারা জীবন যেমন তার নিজস্ব গতিতে চলে, তেমনি পরিবেশের বিভিন্নতার কারণে জীবনেরও আকার পরিবর্তন ধারন করে। একটি নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ার কারণে জীবনের ভ্রুণের ক্রমবিকাশ এবং ক্রমবৃদ্ধি সাধিত হয়ে থাকে- আধুনিক যুগের জ্ঞান বিজ্ঞান সদাসর্বদা এই যুক্তিই দেখিয়ে বক্তব্য রাখে, যে জীবন তার নিজস্ব গতিতেই জন্ম নেয় এবং জন্মহার মানের সমতা রাখে ইত্যাদি। বিভিন্ন ধরনের শৈল্পিক বক্তব্য প্রদান করে থাকে মানুষকে বোঝাবার জন্যে। অপরদিকে পবিত্র বাইবেল একই মুল বিষয়টির খুবই সহজভাবে ব্যাখ্যা দেয় ফলতঃ

"ভুমি, তৃণ, স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপাদক ঔষধি ও স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সবজি ফলের উৎপাদক উৎপন্ন করিল, আর ঈশ্বর দেখিলেন, সেই সকলই উত্তম" (আদিপুস্তক ১ঃ১২)।

একইরকম অথবা ভিন্নরকম পদ্ধতিতে একটি বংশ তার পরবর্তী বংশের জন্ম বা উৎপন্ন করে কোন কোন প্রাণ বংশ বিস্তার করে সাধারণ ভাবে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে অথবা আরও বেশী ভাগে বিভক্ত হয়ে, এই ধরণের পুনঃউৎপাদনকে বলে অজৈবিক। অন্য প্রকার বংশ বিস্তারের জন্যে একই প্রজাতির পুরুষ ও স্ত্রী প্রাণের/ সদস্যের সহযোগিতা, অতঃপর তার একটি নুতন সদস্য/ প্রাণ জন্ম নেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে এই সহযোগিতা শুধুমাত্র হালকা সম্পর্ক স্থাপন মাত্র, সেখানে পুরুষ এবং স্ত্রীর তেমন গভীর কার্যক্রমের প্রয়োজন হয় না, উদাহরণ স্বরূপ মৎস (বেশির ভাগ শ্রেনীর) স্ত্রী মৎস তাদের ডিম্ব ধারণ করে অতঃপর পুরুষ মৎস সাঁতার কেটে কেটে তাদের পেছনে ঘুরে ঘুরে স্পার্ম ছড়িয়ে দেয়। জন্ম বা উৎপাদন দেবার জৈবিক ইচ্ছা ও ক্ষমতার একটি চক্রাকার বিদ্যমান যেটা দেহগত রাসায়নিক পদার্থ দ্বারা পরিচালিত ও নির্ধারিত হয়ে থাকে সেটিকে 'হরমোন' বলা হয়ে থাকে, সেই হরমোন কিছু নির্দিষ্ট মাংসপিন্ড বা গ্ল্যান্ড (Glands) দ্বারা রক্তনালী বা রক্ত প্রবাহে প্রবাহিত হয়ে থাকে। যেমন পাখীদের মধ্যে বছরে একবার প্রবাহিত হয়, যদিও পাখী বিশেষে ব্যতিক্রম হয়ে থাকে, অন্যদিকে বেশীর ভাগ চতুষ্পদ প্রাণী, হাতিদের ক্ষেত্রে স্ত্রী শ্রেণীর প্রাণীটি ডিম্বক বা ভ্রুণকোষ সম্পন্না হয়ে জৈবিক ইচ্ছাতে তাড়িত হয়। হাতিদের মত প্রায় সময়ই, অন্যান্য অনেক পশুরাও প্রায়ই তাদের 'হরমোন' ক্ষরণে প্রভাবিত হয়ে জৈবিক তাড়নায় তাড়িত হয়ে নূতন প্রজন্মের জন্ম দেয়, এটাতে দৈহিক তৃপ্তির সাথে সাথে বংশ বিস্তারেরও সন্তুষ্টি থাকে।

এক্ষেত্রে মানুষ দ্বিতীয় প্রক্রিয়ার শ্রেনীভুক্ত তাদের মত মানুষেরও রাসায়নিক পদার্থ সংরক্ষিত হয় এরূপ গ্ল্যান্ড বিদ্যমান এবং 'হরমোন'ই তাদের জৈবিক তাড়নার চালিকাশক্তি, বিশেষকরে মহিলাদের ক্ষেত্রে, চক্রাকারে দেহগত পরিবর্তনে যৌন আকর্ষণ ও গর্ভধারণ নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। অথচ পুরুষদের বুদ্ধিমত্তা এবং একপ্রকার নিয়ন্ত্রিত চিন্তাশক্তি বিদ্যমান যারফলে যৌনসঙ্গমে রতকালীন সময়ে সে তার শরীর ও মনকে একত্রে নিয়ন্ত্রিত করতে সক্ষম হয়। ব্যক্তিদ্বয়ের একান্ত সম্পর্ক অর্থাৎ দৈহিক স্পর্শকরণে হরমোনের উত্তেজনা দ্বারা ভালবাসার গভীরতা এবং একান্ত মিলন সম্ভব হয়। বিভিন্ন বিকৃত রুচিসম্পন্ন নারী/পুরুষেরা তাদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে যৌনতাকে অবমূল্যায়ন করে থাকে কোন কোন সময় পশুআচরণকেও হার মানায়। অথচ মনুষ্যজাতির স্মরণ রাখা উচিৎ তারা নিজেদের উন্নতধারা বা পর্যায়ে উন্নিত হতে সক্ষম কিন্তু পশুরা অক্ষম, মনুষ্যজাতি প্রকৃতিতে শীর্ষস্থানীয় সুতরাং তাদেরও কর্তব্য বৈবাহিক বন্ধনের পবিত্রতা বজায় রাখা, সৃষ্টির সেরা হিসেবে সৃষ্টিকর্তার আশীর্বাদের দানকে পূর্ণ মর্যাদার সুখী সমৃদ্ধ পরিবার গঠন করে জীবন যাপন করা।

আরাধনা বা ভক্তিপূর্ণ কর্তব্য নয় (Not an act of Worship)

যাহোক, আমাদের এটা মনে করা উচিৎ নয় যে, যৌন কার্যক্রম বা যৌনতা কোন আরাধনার কাজ নয়। এমন অনেক গোপন ধর্মীয় সম্প্রদায় এবং প্রতিমা পূজকদের ক্ষেত্রে লক্ষ্য করা যায় তারা যৌন কার্যক্রম তথা সমলিঙ্গে বিকৃত যৌনাচারণ দ্বারা তাদের দেবতাকে পূজা, অর্চনা করে থাকে। এটা অবশ্য পরিষ্কার, স্পষ্টভাবে সকলেরই জানা উচিৎ বাইবেলের 'ঈশ্বর' কোন অলীক ঈশ্বর বা দেবতা নয়। এই ঈশ্বর কখনই কোন কাল্পনিক, লুক্কায়িত নীচু শ্রেণী বা মূল্যমানের কার্যক্রমকে প্রশ্রয় বা উৎসাহিত করে না, যেমন করে থাকে গ্রীস, রোম, প্রাচীন ও দেবতাগণ। খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে পরিচিত ব্যক্তিগণের জন্য বিবাহ তথা বৈবাহিত যৌন সম্পর্ক স্থাপন হচ্ছে, পবিত্রতা ও সুস্থ সামাজিকতা বজায় রাখা, ঈশ্বরের আরাধনা করনার্থে অথবা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে ঐ বিষয়টি তাদের জন্য কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নয়। উল্লেখযোগ্যভাবে স্মরণ করা যেতে পারে যে, যীশু খ্রীষ্ট স্বয়ং এবং তাঁর অনেক প্রেরিতবর্গ (পৌল একজন) অবিবাহিত ছিলেন তাতে তাদের জীবন যাপনে কোন বাধ সাধেনি, আবার ব্যক্তি বিশেষে হয়তো এটি বাধাস্বরূপ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তাহলে বৈবাহিক যৌন কার্যক্রম শুধু কি প্রজন্ম বৃদ্ধি করতে, সন্তান উৎপাদনের জন্যই কি সংরক্ষিত? এ সম্পর্কিত মনুষ্যের দৌত অভিজ্ঞতা দৈহিক ও মানসিক হয়তো ঐ প্রশ্নের সম্ভাব্য উত্তর দিতে পারে। মনুষ্যের অভিজ্ঞতা থেকে প্রাপ্ত উত্তর হচ্ছে, যতদিন স্বামী-স্ত্রীর দৈহিক ক্ষমতা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা অনুকুলে থাকে ততদিন তারা ইচ্ছা করলে সন্তানের জন্ম দিতে পারে, অন্যথায় যতদিন স্বামী-স্ত্রীর বৈবাহিক বন্ধন অটুট থাকে ততদিন তারা শারীরিক ও মানসিক ভালবাসা প্রদর্শন করতে ইচ্ছানুযায়ী সন্তান জন্ম না করেও যৌন মিলন স্থাপন করে যেতে পারে। পবিত্র বাইবেলে যৌন কার্যক্রম বা মিলনকে ভিন্ন ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, উদাহরণ স্বরূপ বলা যেতে পারে,

> "তখন ইস্হাক রিবিকাকে গ্রহন করিয়া সারা মাতার তাম্বুতে লইয়া গিয়া তাহাকে বিবাহ করিলেন, এবং তাহাকে 'প্রেম করিলেন" (আদিপুস্তক ২৪ঃ৬৭ পদ)।

১ম করিন্থীয় ৭ঃ৪-৫ পদে,

> "নিজ দেহের উপরে স্ত্রীর কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্বামীর আছে; আর তদ্রুপ নিজ দেহের উপর স্বামীর কর্তৃত্ব নাই, কিন্তু স্ত্রীর আছে। তোমরা একজন অন্যকে বঞ্চিত করিও না; কেবল প্রার্থনার নিমিত্তে অবকাশ পাইবার জন্য উভয়ে এক পরামর্শ হইয়া কিছু কাল পৃথক থাকিতে পার; পরে পুনর্বার একত্র হইবে, যেন শয়তান তোমার অসংযমতা প্রযুক্ত তোমাদিগকে পরীক্ষায় না ফেলে।"

সুতরাং উপরোক্ত পদে বিশেষ করে ১ম করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ে বাইবেল মোতাবেক বিবাহের গুরুত্ব প্রকাশ করে তথা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নারী পুরুষের সম্পর্কের গুরুত্ব প্রকাশ করে। প্রতিটি বিবাহিত নর-নারীকে সন্তান ধারণ ও জন্ম দেবার সিদ্ধান্ত নেওয়া উচিৎ। দু'জনের

পারিপার্শ্বিকতা, ইচ্ছা ও লালনপালনের ক্ষমতা অনুযায়ী সমঝোতাপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিতে হবে যে তারা সন্তান ধারণ ও জন্ম দিতে প্রস্তুত এবং তারপরই জন্ম নিয়ন্ত্রণের মনোভাব নির্ভর করে।

বিবাহে/বৈবাহিক যৌন কার্যক্রম (Sexual Activity in Marriage)

এক্ষণে খোলাখুলি ভাবে কিছু সত্য বিষয় আলোচনা করা যাক। বিবাহ দ্বারা যৌন কার্যক্রমে রত থাকা আবার যৌন মিলনই বিবাহের মূল বিষয় নয়। আমাদের প্রত্যেকেরই একটি নির্দিষ্ট বয়স তথা প্রায় সব বয়সেরই সমস্যা যে আমাদের সহজাত প্রবৃত্তিতে সাড়া দিতে হয়, অথবা ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান সমূহের উত্তেজনা মূলক প্রচারনায় উদ্বুদ্ধ হতে হয়।

বিবাহ হচ্ছে দু'জন অপরিচিত ব্যক্তির জীবন তথা জীবনের সকল অভিজ্ঞতার একত্রে অংশীদার হওয়া। এই প্রথা দু'টি স্বাধীন পথের মিলন ও একত্রিত বন্ধন যার প্রধান উপায় হচ্ছে ভালবাসার অংশিদারিত্ব, লক্ষ্য হচ্ছে উভয় অংশীদারের সমঝোতায় উভয়েরই মঙ্গলজনক কার্যক্রম সাধন করা। আমরা পূর্বকৃত আলোচনার এক পর্যায়ে দেখেছি, বাইবেলের বক্তব্য অনুযায়ী বিবাহ প্রথা গৃহ ও পারিবারিক সুসম্পর্ক স্থাপনকে গুরুত্ব দিয়ে থাকে সেখানে যৌন কার্যক্রম অবশ্যই এর একটি অংশ মাত্র। অতএব, সামগ্রিক ভাবে সুখী বৈবাহিক সম্পর্ক তখনই পূর্ণাঙ্গ, মঙ্গলজনক হয়, যখন আদর্শ, আন্তরিকতাপূর্ণ, পারস্পরিক সম্মানবোধ সর্বোপরী নির্ভেজাল ভালবাসার, আনন্দের বন্ধনে বাধা থাকে, কোন কোন সময় যদিও প্রতিকুল পরিস্থিতির কারণে এর কিছুটা বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তবুও লক্ষ্য রাখতে হবে কোন সমস্যাই যেন চিরতরে বাসা বেধে পারিবারিক সম্পর্কে ফাটল বা ঘুণ না ধরায়।

সাধারণতঃ সম্পত্তির লোভে বিবাহ, তাৎক্ষণিক যৌন ক্ষুধা মেটাতে, সামাজিক নামধাম মার্যাদা পেতে বিবাহ বেশীর ভাগই নির্ভেজাল বৈবাহিক সুখ, শান্তির কারণ না হয়ে, দুর্বিসহ জীবনের কারণ হয়। সেক্ষেত্রে নিম্মোক্ত আশ্বাস বাণীটি প্রযোজ্য- ইফিষীয় ৫ঃ২১-২৬ পদ,

> "খ্রীষ্টের ভয়ে একজন অন্য জনের বশীভুত হও। (স্ত্রীপুরুষ প্রভৃতির কর্ত্তব্য) নারীগণ, তোমরা যেমন প্রভুর, তেমনি নিজ নিজ স্বামীর বশীভুতা হও। কেননা স্বামী স্ত্রীর মস্তক, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীর মস্তক; তিনি আবার দেহের ত্রাণকর্ত্তা; কিন্তু মন্ডলী যেমন খ্রীষ্টের বশীভুত, তেমনি নারীগণ সর্ব্ববিষয়ে আপন আপন স্বামীর বশীভুতা হউক। স্বামীরা, তোমরা আপন আপন স্ত্রীকে সেইরূপ প্রেম কর, যেমন খ্রীষ্টও মন্ডলীকে প্রেম করিলেন, আর তাহার নিমিত্ত আপনাকে প্রদান করিলেন"।

উল্লেখ্য অধ্যায়টির শেষপদ (৩৩ পদ) পর্যন্ত প্রতিটি বাক্য স্বামী-স্ত্রী তথা বিবাহিত ব্যক্তিগনের জন্য সমান গুরুত্বপূর্ণ।

এই প্রকার বিবাহিত জীবন যাপন বিবাহিত জীবনের সঠিক তাৎপর্য তথা মনুষ্যদের জন্য ঈশ্বরের একান্ত ইচ্ছার সমন্বয় সাধন করে। উপরোক্ত পদগুলিতে বর্ণিত যে কোন কিছুর বিচ্যুতি

বা অসঙ্গতিপূর্ণ মানসিকতা ও ইচ্ছা নির্ভেজাল বিবাহিত জীবন যাপনের ব্যাঘাত ঘটাবে। অতঃপর বলা যায়, পূর্ণাঙ্গ বিবাহিত জীবনের ফল (সন্তান) ও বিভিন্ন গুণ সম্পন্ন হয়ে জন্মাবে। বাহ্যিক (সৌন্দর্য্য/ রূপ আকর্ষণ করে কিন্তু একক ভাবে সৌন্দর্য্য যে বিবাহিত জীবনের সুখ, স্বাচ্ছন্দ্য বয়ে আনবে তা কখনই সত্যি নয়, যদি না পরস্পরের মধ্যে বোঝাপরা, শ্রদ্ধাবোধ না থাকে। সৌন্দর্য্যের (পছন্দনীয়) সাথে সাথে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সন্তুষ্টিজনক গুনাবলী/বৈশিষ্ট্য ধারণ করা আবশ্যক। সেখানে সুখী জীবন গঠন করতে উভয়কেই সমভাবে সচেষ্ট হতে হবে। যেখানে বিবাহিত জীবনে নির্ভেজাল সম্পর্ক বিদ্যমান, শারীরিক বা অন্যকোন এবং তা শেষ পর্যন্ত অটুট থাকে সেখানে কিছু না কিছু অসঙ্গতিকে মেনে নেওয়া সম্ভব। এ সম্পর্কিত লিখিত একটি গ্রন্থাকার একজন পারিবারিক চিকিৎসকের ভাষ্য, তার পেশাভিত্তিক অভিজ্ঞতার কাহিনী- এটা জোর দিয়ে বলা যায় যে, যেখানে প্রকৃত জীবন সঙ্গীরা একত্রিত থাকে, তাদের উদার মনোভাব ও প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গিতে বিবাহিত জীবনের দৈহিক সম্পর্ক সবসময়ই সন্তুষ্টিজনক থাকে। সর্বোপরি দু'জন প্রকৃত বিশ্বাসীর বিবাহে বিভিন্ন অনুকুল পারিপার্শ্বিকতায় সুখী দাম্পত্য দৈহিক মিলনের পরিবেশ আনয়ন করে থাকে। এক্ষেত্রে বিশ্বাসীদের জন্য বাইবেলের শিক্ষা, "শুধুমাত্র প্রভুতে বিবাহ কর" অর্থাৎ একজন সমবিশ্বাসীকে বিয়ে করার আজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। এটা যে শুধুমাত্র আত্মিক/আধ্যাত্মিক সমতা বজায় রাখার জন্যে তা নয়, পরিবারে আত্মিকতার উন্নতির সাথে সাথে সার্বিকভাবে সুখশান্তি, এমনকি দৈহিক একত্রীকরণ সবকিছুরই সমতা অক্ষুন্ন থাকে।

> "যত দিন স্বামী জীবিত থাকে, তত দিন স্ত্রী আবদ্ধা থাকে, কিন্তু স্বামী নিদ্রাগত হইলে পর সে স্বাধীনা হয়, যাহাকে ইচ্ছা করে, তাহার সহিত বিবাহিতা হইতে পারে, কিন্তু কেবল প্রভুতেই।" (১ম করিন্থীয় ৭ঃ৩৯ পদ)।

একটি উচ্চতর ভালবাসা (A Higher Love)

তাহলে বলা বা ধরা যেতে পারে উদার মনোভাব প্রশস্ত দৃষ্টিভঙ্গি বৈবাহিক সম্পর্কে সকল প্রকার অসামঞ্জস্য যৌন সম্পর্কে বাধাস্বরূপ হবে না, যেটা ঘটে থাকে বিবাহের পর পরই সময়ে অথবা প্রায় শেষ কালীন সময়ে। কিন্তু খ্রীষ্টিয় জীবনের অর্থ বোঝায় একজন খ্রীষ্টিয়ান যা যা করে খ্রীষ্টিয়ান হিসেবে সেই কর্মফল বহন করে। তার জীবন ধারায় প্রবাহিত হয় উচ্চশ্রেণীর ভালবাসা সেখানে মানবীয় সঙ্গীর ভালবাসা ততটা মূল্যবান নয়।

> "প্রেম চিরসহিষ্ণু, প্রেম মধুর, ইর্ষা করে না, প্রেম আত্মশ্লাঘা করে না, গর্ব করে না, অশিষ্টাচারণ করে না, স্বার্থ চেষ্টা করে না, রাগিয়া ওঠে না, অপকার গণনা করে না।" (১ম করিন্থীয় ১৩ঃ৪-৫ পদ)

এই বিষয়গুলি যদি কেউ চিন্তা করে তাহলে তার মনমানসিকতা একটি উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছাতে সক্ষম। মানবীয় বিভিন্ন পরিস্থিতিতে আসুন এই বিষয়গুলিকে একবার পালন করার

চেষ্টা করা যাক, এমনকি বৈবাহিক সম্পর্কের ক্ষেত্রেও অতঃপর অভিজ্ঞতা লাভ করা যাক আসলেই কি বিষয়গুলি পালনের দ্বারা অপার সুখ শান্তিতে দিন কাটানো সম্ভব কি না?

একজন বিবেচনাহীন, রূঢ় স্বামী ঐ পদগুলির বাক্য (সম্পূর্ণ অধ্যায়টি, ১ম করিন্থীয় ১৩ অধ্যায়) সমুহ পড়ে তার জীবন যাপনের দৃষ্টিভঙ্গি তথা দৈহিকসঙ্গ ও আচরণগত যৌন কার্যক্রম পরিচালনার নির্দেশনা পেতে পারে। একজন মনভোলা, অসন্তুষ্টিকর, সবব্যাপারেই বিশেষকরে স্বামীর সম্পর্কে অনিহাপ্রবণ স্ত্রী হয়তো তার আচরণ ও স্বভাব পরিবর্তন করতে কিছু শিক্ষা পাবে। এই পুস্তকে এটা আলোচনা বা বলা হচ্ছে না যে, খ্রীষ্টিয়ানদের বিবাহিত জীবনে বা বৈবাহিক সম্পর্ক এমনই একটি সম্পর্ক যেখানে দু'জন অপরিচিত (কখনও বা পরিচিত), দু'জন ভিন্ন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন মানব-মানবীকে একে অন্যের সঙ্গে মানিয়ে চলতে নিজেদের ইগোকে বিসর্জন দিতে হবে, আর প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষেই নিজেদের আমিত্বকে বর্জন দিয়ে আর একজনের মনমানসিকতায় তাল মেলানো কিছুটা কষ্টসাধ্যই বটে। অন্যদিকে দৈহিক মিলনের বিষয়টিও বিবেচ্য, পুরুষ (স্বামী) এবং নারীর (স্ত্রী) দেহগত বৈশিষ্ট্যের বিভেদ ব্যতিরেকে স্ত্রীর ঋতুক্ষরণ ও চক্রাহারে হরমোন ক্ষরণের প্রভাবে সাময়িকভাবে শারীরিক ও মানসিক আবেগ অনুভুতির হের ফের হয়ে থাকে, যেটা পুরুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, বিবাহিত জীবনে যৌন মিলনের ব্যাপারে একজন স্বামীর তার স্ত্রী থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নতর দৃষ্টিভঙ্গি হতে পারে। যে সকল চিকিৎকগণ গাইনী/স্ত্রী বিশেষজ্ঞ অথবা পারিবারিক চিকিৎসা পেশাতে নিয়োজিত তাদের বিবাহিত জীবনে একটি সমস্যা সাধারণতঃ পরিলক্ষিত হয়ে থাকে যে, তারা যেমন ভাবে যৌন মিলন উপভোগ করতে চায় তাদের স্ত্রীরা হয়তো সেভাবে চায় না। এছাড়াও আরও বেশ কিছু কারণে বৈবাহিক জীবনে যৌনমিলন সব সময়ই একই রকম উপভোগ্য হয় না, যেমন ঃ সারাদিন পরিশ্রমের পর পরিশ্রান্ত, ক্লান্ত দেহ বিশ্রাম/ঘুম চায়, শিশু সন্তানদের একই রকম বা নিত্যনূতন ঝামেলা প্রায় সারাদিনই লেগে থাকে, বড় যারা তারা হয়তো বাবা মায়ের নিষেধাজ্ঞা ঠিকমত মান্য করে না যার ফলে ঘরে অশান্তির সৃষ্টি হয় স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই মনমানসিকতা স্বাভাবিক থাকে না, কোন কোন স্বামী কোন রকম মৃদু বা ভালবাসা মিশ্রিত স্পর্শ ছাড়াই স্ত্রীর অসম্মতি ভ্রুক্ষেপ না করে তড়িঘড়ি করাতে যৌনমিলনে আগ্রহ হারিয়ে ফেলে এবং স্বামীকে যৌনমিলনের সুযোগ দেয় না, আবার কোন কোন ক্ষেত্রে পরবর্তী সন্তান জন্মাবার ভয়ে দু'জনেই যৌন মিলনকে যথাসম্ভব এড়িয়ে চলে, আবার অনেক সময় শারীরিক অসুস্থতাও বিরতির কারণ হয়।

এই পুস্তিকাটিতে পবিত্র বাইবেল থেকে যে সব পদগুলি উল্লেখ করা হয়েছে সেগুলিকে যদি মনে রাখা যায় তবে তা সুধী পাঠক তথা তাদের পরিচিত জনদের দাম্পত্যজীবনে সুষ্ঠতা বজায় রাখতে বিরাট সহায় হয়ে। দম্পতীদ্বয়ের সুখী দাম্পত্য মিলনের চাবিকাঠি হচ্ছে, একে অন্যের আবেগ অনুভুতিতে সঠিক ভাবে অনুধাবন করা। সুখী বৈবাহিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য একটি বিষয় অত্যন্ত প্রয়োজন যে, একে অপরের চাহিদা ও ইচ্ছাকে বিবেচনা করে প্রাধান্য

দেওয়া উভয়ের সন্তুষ্টিকে। যখন দম্পতিদ্বয়ের যে কোন একজন বৈবাহিক সম্পর্কে তাদের অধিকার বিষয়ক প্রশ্ন তোলে অথবা দাবী করা প্রশ্ন তোলে সেখানে খুবই সামান্য পাবার সম্ভাবনা থাকে। প্রকৃত 'ভালবাসা' কখনও তার পথের বাধা স্বরূপ হয় না। ধৈর্য্য এবং সহানুভুতি সহকারে মৃদু ভাষণে দাম্পত্য জীবনে পারস্পরিক বোঝাপড়া দিয়ে অনেক বড় বড় সমস্যা/ প্রতিকুলতার মুখোমুখি করা যায়।

একজন বিবাহিত পুরুষ/নারীর দ্বারা কখনই তাদের বিবাহিত জীবনের বাইরে যৌনমিলনের সুযোগ সন্ধান বা লিপ্ত থাকা উচিৎ নয়। এই সম্পর্কিত যত সামান্যই চিন্তা বা মনোবাঞ্ছা বা সুযোগ আসুক না কেন সাথে সাথেই সেটা প্রতিহত করা উচিৎ। পবিত্র বাইবেলের বক্তব্য খুবই স্পষ্ট,

> "সকলের মধ্যে বিবাহ আদরনীয় সেই শয্যা বিমল হউক, কেননা ব্যভিচারীদের ও বেশ্যাগামীদের বিচার ঈশ্বর করিবেন।" (ইব্রীয় ১৩ঃ৪ পদ)।

প্রতিটি মানুষ যেমন তাদের জীবন রক্ষা ও নিরাপদ রাখার জন্য ঈশ্বরের কাছে মিনতি জানায় তেমনি প্রতিটি বিবাহিত নর-নারীকে তাদের বিবাহ সময় কালীন উচ্চারিত প্রতিজ্ঞাসমূহ স্মরণে রেখে তাদের বিবাহিত জীবন বিমল ও নিন্দনীয় পাপমুক্ত, নিরাপদ রাখার জন্য বিনতি প্রার্থনা করা উচিৎ।

বিবেক/বুদ্ধি বিবেচনার বিষয় (A Matter of Conscience)

এবারে আমাদের বিষয়বস্তু দাম্পত্য জীবনে যৌন মিলনে সমস্যা বিষয়ক আলোচনায় দৃষ্টিপাত করা যাক। সন্তান নিতে স্ত্রীদের আতঙ্ক যেমন থাকে। এ সম্পর্কে কোন সন্দেহ নাই কোন কোন স্ত্রীদের আতঙ্ক থাকা স্বাভাবিক এবং বাস্তব সম্মত কারণে আবার কোন ক্ষেত্রে অবিরত। এটা অবধারিত সত্য যে প্রতিটি যৌন মিলনের ফলাফলটা স্ত্রীদেরকেই পোহাতে হয়, যেটা তার উপভোগ্যতা থেকে আতঙ্কের পরিমানটা বেশী থাকে যদি না কিনা সে বা তার যৌন সঙ্গী কোনরকম প্রতিরোধ মুলক ব্যবস্থা না নিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগতে পারে স্ত্রীদের আতঙ্ককে পরিহার করতে কোনরকম পদক্ষেপ নেওয়া যায় কিনা? সে সকলের ধারণা করা কি অসম্ভব? অথবা ঝুকি কি সামান্য? অন্যভাবে বলা যায়, পরিবার পরিকল্পনা, বিষয়টি কি? এই পুস্তিকায় পরিবার পরিকল্পনা বিষয়ক পদ্ধতি, সুফল, কুফল নিয়ে আলোচনা করা ঠিক হবে না, কিন্তু বিষয়টির নীতিগত দিক ও প্রয়োজনীয়তা নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে, যেটা কিনা ঈশ্বরের দৃষ্টিতে প্রতিটি মানুষের বিবেক বুদ্ধি ব্যবহারের ইঙ্গিত দেয়।

পূর্বতর আলোচনায় বলা হয়েছে যে, বিবাহে যৌন মিলনের মুল উদ্দেশ্য শুধুমাত্র জন্ম/ বংশ হার বৃদ্ধি নয়, সেখানে যৌনতার সামঞ্জ্যতা ও সুখ শান্তিরও ব্যাপার অন্তর্নিহিত। পুরুষের বীর্য তথা বংশ এবং নারীর গর্ভ সঞ্চার তথা সন্তানের জন্ম দেওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মনুষ্যের

সংখ্যাবৃদ্ধি যদিও তা প্রকৃতিগত স্বাভাবিক ঘটনা তবুও সেই বংশ ততটা পবিত্র নয়। মনুষ্য বংশের (Seed) নির্গমন করাটা তেমন কোন মারাত্মক জীবন/প্রাণ নাশ বা ব্যক্তির জন্মরোধ অথবা সেই ধরনের এমন কোন অসিদ্ধ বিষয় নয়। অথবা এমন কোন বিষয় নয় যে, পুরুষের বীর্যে এবং নারীর গর্ভে অগণিত অমর আত্মা বা অমর প্রাণ অপেক্ষারত এই পৃথিবীর আলো দেখবার জন্যে। মানুষের এই অলীক কল্পনা সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল সম্পূর্ণ অজ্ঞ। বাইবেল এই সম্পর্কিত অর্থাৎ মানুষের বীর্যপাত তথা বংশ উৎপাদনে সক্ষম পদার্থ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় ঈশ্বরের ব্যবস্থা রক্ষার্থে সেইসব সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে শুচি, পরিষ্কার হয়ে পুনরায় ধর্মীয় উপাসনাদিতে রত তথা স্বাস্থ্যগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার বিষয় বলা হয়েছে। লেবীয় পুস্তক ১৫ঃ১৬-১৮

> "আর যদি কোন পুরুষের রেতঃপাত হয়, তবে সে আপনার সমস্ত শরীর জলে ধৌত করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর যে কোন বস্ত্রে কি চর্ম্মে রেতঃপাত হয়, তাহা জলে ধৌত করিতে হইবে; এবং তাহা সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে। আর স্ত্রীর সহিত পুরুষ রেতঃশুদ্ধ শয়ন করিলে তাহারা উভয়ে জলে স্নান করিবে, এবং সন্ধ্যা পর্য্যন্ত অশুচি থাকিবে।"

দ্বিতীয় বিবরণ ২৩ঃ১০-১১ পদ,

> "তোমার মধ্যে যদি কোন ব্যক্তি রাত্রিঘটিত কোন অশুচিতায় অশুচি হয়, তবে সে শিবির হইতে বাহিরে যাইবে, শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিবে না। পরে বেলা অবসান হইলে সে জলে স্নান করিবে, ও সূর্য্যের অস্তগমন সময়ে শিবিরের মধ্যে প্রবেশ করিবে।"

ইস্রায়েল জাতির জন্যে যদিও এই নিয়ম প্রযোজ্য ছিল তবুও উপসংহারে বলা যায়। পুরুষের বীর্যপাত এবং নারীর গর্ভনষ্ট হয়ে যাওয়া কোন জীবন/প্রাণ নাশ অথবা তেমন কোন বস্তু ধ্বংস করা নয়।

অপরদিকে জন্মনিয়ন্ত্রক/ রোধক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার করাটা কতটুকু নিরাপদ বা স্বাস্থ্য সম্মত? এই বিষয়টি নৈতিকতার উপরও প্রভাব ফেলে। জন্মরোধক সামগ্রীর সহজলভ্যতা অনেক সময়ই বিবাহবহির্ভূত, অবৈধভাবে নর-নারীর ঘনিষ্ট মিলনে বিশেষ ভুমিকা রাখে, সেই ক্ষণে নীতিবোধ বিসর্জন যায়। বর্তমানে বেশীর ভাগ ব্যক্তিই এই ব্যবস্থা অবলম্বণ করে অযাচিত যৌন সুখ উপভোগ করে। এই সম্পর্কে যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা খুবই পরিষ্কার ও স্পষ্ট যে এই ধরণের কুঅভ্যাস, মন্দ ও অসদাচারণ। পবিত্র বাইবেল আমাদের পরিষ্কার ধারণা দেয় যে, ঈশ্বর বিভিন্ন যৌনব্যাধি ও জটিলতা দিয়ে এই কুভ্যাস বা অসদাচারণের লোপ করতে চান। বর্তমান বিংশ শতাব্দীতে বেশীরভাগ সমাজে বিশেষ করে পশ্চিমা ধাঁচে জীবন যাপন করায় অভ্যস্ত নর-নারী, যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন আমরণ যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত, বিশেষ এক জরিপ রিপোর্ট এই অশনি সংকেত তথ্য প্রকাশ করে। আর এই ভয়ংকর সংক্রমনটির একমাত্র বোধগম্য কারণ জন্মরোধক পদ্ধতির যথেচ্ছা ব্যবহারে যৌনমিলন, এর যেমন কিছুটা উপকারিতা বিদ্যমান তেমনি

অপকারের মাত্রা অপূরনীয়। সন্তানধারণ প্রক্রিয়া নিবারণ কল্পে আধুনিক সব ব্যবস্থা/পদ্ধতিসমূহ বর্তমান সমাজের কিছু কিছু ব্যক্তিকে লাম্পট্যতায়, অসদাচারণে জীবন যাপন করতে প্রশ্রয় দেয়।

কিন্তু অপরদিকে বিবাহিত দম্পতিদের ক্ষেত্রে জন্মনিয়ন্ত্রক পদ্ধতিসমূহ ব্যবহার সম্পর্কিত বক্তব্য কি? সে ক্ষেত্রে কি কোন বিপদ নেই? অবশ্যই থাকবে জীবন ধারনে অন্য যে কোন বিষয়ের মত যৌন মিলনেও অমিতাচারিতা বা স্বেচ্ছাচারিতার বিরূপ প্রতিক্রিয়া বা মন্দতা রয়েছে। সুতরাং বিবাহিত জীবনেও দম্পতিদ্বয়ের উচিৎ পশুবৎ শুধুমাত্র জৈবিক ক্ষুধা নিবারণে যৌনাচারণ না করে শোভনীয় ভাবে, শরীর ও মনের সন্তুষ্টির জন্য যৌনমিলনে রত হওয়া। বিবাহ একে অন্যকে অথবা উভয় উভয়কে পশুসম আচরণ করে নীচ দৃষ্টিতে দেখবার লাইসেন্স নয়। যদি কিনা জন্মরোধক ব্যবস্থা ব্যক্তিবর্গের কুইচ্ছা, অবিবেচনা কারক কার্যক্রম করতে উৎসাহ যোগায় তাহলে তা যথার্থ উদ্দেশ্য সাধনে ব্যর্থ।

জন্মনিয়ন্ত্রক ব্যবস্থা গ্রহণ তাহলে কি কোন মন্দ (Evil) বিষয়? খ্রীষ্টিয় নিয়মে বিবাহতে এর কি কোন ভুমিকা আছে? আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে, ঈশ্বরের দৃষ্টিতে বিবাহিত দম্পতিদ্বয়ের যৌনমিলন তথা জীবন যাপন সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের বিবেক বুদ্ধি, সুবিবেচনার উপর। সেটা হবে নিজেরাই নিজেদের সঙ্গে প্রতারণা করা যদি কিনা প্রয়োজনে আধুনিক জন্ম নিরোধক ব্যবস্থার সাহায্যে অনাকাঙ্খিত গর্ভসঞ্চারকে রোধ না করে প্রাচীনত্বকে বিশ্বাস করে জীবন যাপন করা। আবার এটাও ভাবা ঠিক হবে না, যে যৌনমিলন থেকে বিরত থাকা, পূর্বোক্ত আলোচনায় বাইবেলের ১ম করিন্থীয় ৭ অধ্যায়ের উদ্ধৃতিতে বলা বাইবেল কখনও অস্বাভাবিক বা সাধারণ অবিবেচ্য যৌনাচারণকে প্রশ্রয় দেয় না তা সেটা বিবাহিত জীবনেও ঘটুক না কেন। এ সম্পর্কে বাইবেলের ভাষ্য খুবই পরিষ্কার যে নর-নারীর নিয়মমাফিক পদ্ধতিতে স্বাভাবিক আচরণে যৌনভ্যাস করতে হবে, বেশীর ভাগ দম্পতিই চায় না প্রয়োজন অতিরিক্ত বা লালন পালনের সাধ্যাতীত সন্তানের জন্ম দিতে। এছাড়াও স্বামী-স্ত্রীর তথা সমগ্র পরিবারে যেন বিমল, প্রকৃত ভালবাসা বিরাজমান থাকে, উভয়েরই কোন প্রকার পাপময়, অশুদ্ধ কার্যকলাপ দ্বারা যেন সুখ শান্তি বিঘ্নিত না হয়, কারণ আমরা যেন স্মরণে রাখি পবিত্র শাস্ত্রে বর্ণিত তেমন কোন ঘটনাকে ঈশ্বর ক্ষমা করেন নি।

চিকিৎসাশাস্ত্র, শারীরিক অসুবিধা অথবা আবেগ তাড়িত হয়ে অথবা ব্যক্তিবিশেষে এই পদ্ধতি অথবা সেই পদ্ধতি অথবা কোন পদ্ধতিই ব্যবহার করে না কিন্তু প্রতিটি খ্রীষ্টিয় দম্পতিকে স্মরণে রাখতে হবে যে, খ্রীষ্টিয় মতে কোন পদ্ধতি অবলম্বণ করবে কি করবে না তার কোন খ্রীষ্টিয় নির্দেশনা নেই। তাদের বিবেক ঠিক করবে। বিভিন্ন উন্নত/অনুন্নত দেশগুলিতে যে হারে গর্ভপাত আইন প্রচলিত হচ্ছে, তাই সম্ভবত এখানে 'গর্ভপাত' সম্পর্কীয় আলোচনা করাটা প্রয়োজন। পুরুষের (বীর্য) শুক্রের সঙ্গে নারীর ডিম্বানু মিশ্রিত হওয়ার বাধা দেওয়া থেকে ইচ্ছাকৃতভাবে গর্ভসঞ্চারকে/ গর্ভেরভ্রুণকে নিপাত করার সঙ্গে এক বিরাট পার্থক্য বিদ্যমান।

এই স্বেচ্ছা গর্ভবিনষ্ট সম্পর্কে কোন রকম তর্কে না গিয়ে সরাসরি দেখা যাক ঈশ্বরীয় ব্যবস্থায় কি বলে, এটা অনস্বীকার্য যে ঈশ্বর কখনও কোন প্রাণের জন্ম নেবার পূর্বেই মৃত্যু (Unborn) এমন কোন ঘটনা প্রশ্রয় দেবেন না, এ বিষয়ে যাত্রা পুস্তক ২১ঃ২২-২৫ পদ বলে,

> "আর পুরুষেরা বিবাদ করিয়া কোন গর্ভবতী স্ত্রীকে প্রহার করিলে যদি তাহার গর্ভপাত হয়, কিন্তু পরে আর কোন আপদ না ঘটে, তবে ঐ স্ত্রীর স্বামীর দাবী অনুসারে তাহার অর্থদন্ড অবশ্য হইবে, ও সে বিচারকর্ত্তাদের বিচারমতে টাকা দিবে। কিন্তু যদি কোন আপদ ঘটে, তবে তোমাকে এই পরিশোধ দিতে হইবে; প্রাণের পরিশোধ প্রাণ, চক্ষুর পরিশোধে চক্ষু, দন্তের পরিশোধে দন্ড, হস্তের পরিশোধে হস্ত, চরণের পরিশোধে চরণ, দাহের পরিশোধে দাহ, ক্ষতের পরিশোধে ক্ষত, কালশিরার পরিশোধে কালশিরা।"

এই ঘটনায় প্রমাণিত হয় স্ত্রীলোকটির গর্ভের সন্তানটি প্রহারে খুন হয়েছে জন্ম নেবার আগে, অতঃপর ঈশ্বর তাকে একজন ব্যক্তি বলে বিবেচনা করেন যার জন্ম নেবার পূর্বেই প্রতিশোধ পরায়নতার কারণে মৃত্যু হয়েছে। ঐ ঘটনাটি থেকে উদাহারণ নেওয়া যেতে পারে যে ঈশ্বরের দৃষ্টিতে এটি একটি ইচ্ছাকৃত আঘাত, স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে প্রহারের কারনে তার গর্ভপাত হয়।

বাইবেলে উক্ত ঘটনাটি স্মরণে রেখে প্রতিটি খ্রীষ্টিয়ান দম্পতির জন্য প্রযোজ্য যে সত্য সেটি হচ্ছে, একমাত্র গর্ভবতী যখন শারীরিক ভাবে বিপন্নাবস্থা তখনই কেবল গর্ভপাত করা যেতে পারে এছাড়া কোন ব্যক্তিগত অসুবিধা অথবা আর্থিক অভাবের কারণে গর্ভপাত ঘটানো ঈশ্বরের দৃষ্টিতে নিন্দনীয় অপরাধ। এই প্রয়োজনীয় বিষয়টি শেষ করার আগে আরেকটি বিষয় আলোকপাত করা যাক সেটা হচ্ছে, এটা ঠিকই যে, এই পুস্তিকার আলোচনার পূর্বভাগে আমরা জোরালো ভাবে বলেছি যে, বাইবেল মতে প্রতিটি স্বাভাবিক বিবাহ সন্তান/বংশবৃদ্ধি দ্বারা পূর্ণ হয়। কয়জন সন্তান বা কতদিন বাদে পুনরায় সন্তান নেবে সে বিষয়টি দম্পতিগণই সিদ্ধান্ত নিয়ে স্থির করবে। সেটা সত্যিই খুব দুঃখজনক হবে, যদি কিনা কোন ভুল সিদ্ধান্তের কারণে গর্ভপাত ঘটাতে হয়। সন্তান জন্মাবার দ্বারা দুটি ব্যক্তি আমরনকাল তাদের প্রকৃত ভালবাসা তথা একে অপরের প্রতি গভীর সন্তুষ্টি প্রকাশের সুযোগ লাভ করে।

বয়ঃসন্ধি বা যৌবন প্রাপ্তি (Adolescence)

আধুনিক পশ্চিমা সমাজে বা সমাজ ব্যবস্থায় শিশু, কিশোর, কিশোরীদের তাদের শিশুকাল থেকে বয়ঃপ্রাপ্তিতে উর্ত্তীণ হওয়াতে উৎসাহিত করা হয়ে থাকে। প্রকৃতিগত ভাবে ধীরে ধীরে বয়স বৃদ্ধির সাথে সাথে সমগ্রজীবনের পূর্ণতা বা গঠনের উন্নতিতে বাধ সাধন করে স্বাভাবিক ভাবে বেড়ে উঠাকে সংক্ষিপ্ত করার প্রবণতা সর্বত্রই পরিলক্ষিত হয়। সময়ের অপচয়তা দূরে থাকুক, যৌবনকাল প্রতিটি মানুষের জীবনে একটি চিহ্নিতময় সময়কাল, একটি খুবই প্রকৃত/ বাস্তবময় সন্ধিক্ষণ, যেটি একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে শিশুকালীন বয়সের পর নির্ভরতা কাটিয়ে পরিপক্ক

বয়ঃপ্রাপ্তিতার দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন করে। এই গুরুত্বপূর্ণ সন্ধিক্ষণটি সমগ্র জীবন যাপনের উপভোগ্য পথ/উপায় সম্পর্কে শিক্ষা দেয়। বিষয়টি খুবই দুঃখজনক হয় যখন দেখা যায় একজন টিন্‌এজার (Teenager) যখন একজন পূর্ণ বয়স্ক লোকের কাপড় চোপড় পরার পদ্ধতি ও চালচলন অনুকরণ করে। যুবক-যুবতীর ধাঁচে প্রতিটি ব্যাপারে খাপ খায়িয়ে চলাটা ভিন্ন স্বাদের আনন্দ, সেখানে শিশু বা বয়স্কদের অনুকরণ করাটা বিকৃত রুচিকর ও সমালোচনার যোগ্য। মানবীয় শরীর বৃত্তে বয়ঃপ্রাপ্ত সময় কালটিতে এক উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন সাধিত হয়, বিষয়টি একক এবং অপরিবর্তনীয় অভিজ্ঞতাময়। এই ব্যাপারে কোন দ্বিমত নেই যে, এই সন্ধিক্ষণটি একজন মানুষের জীবনে প্রকৃতি দত্ত, যে সময় সে তার দীর্ঘ জীবন পথ অতিক্রম করতে প্রয়োজনীয় শিক্ষা অর্জন করে আর সেগুলি যদি অজ্ঞতাপূর্ণ, অত্যাধিক মানসিক চাপ, বিবেক বুদ্ধিহীন বা চিন্তাশীল না হয় তাহলে তার ব্যক্তিত্বও অসৃষ্টিশীল, অনাদরনীয়, অসুখকর হবে।

এটা সত্যি যে, বহুল পরিচিত বিষয়টি সম্পর্কে কোন রকম গতানুগতিক বা নীরস উপদেশ সমুহ সত্যিকার উপকারের পরিবর্তে অপকারই বয়ে আনবে। তাই নিম্নবর্ণিত কিছু বিষয় এবং তার উপযোগীতা সম্পর্কে মন্তব্য করা হলো যেটা অবশ্যই একটি উত্তম খ্রীষ্টিয় পরিবেশে বেড়ে উঠার সাথে সংশ্লিষ্ট। সর্বপ্রথম, স্মরণ রাখা উচিৎ যে পরিবেশ ও পারি পার্শ্বিকতায় শিশু বেড়ে উঠে তা পিতা-মাতার দ্বারাই তৈরী ও নিয়ন্ত্রিত হয়। অসৎ, মন্দতায় পূর্ণ মানসিকতা সম্পন্ন অমিতভাষী, অনীতিবান, বদমেজাজী পিতা মাতার পরিবারে তাদের সন্তানগণও শিশুকাল থেকে ঐ ভাবেই বেড়ে উঠে বর্তমান আধুনিক যুগে খ্রীষ্টিয় মূল্যবোধ/ভাবধারাকে বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য/পশ্চিমা ঢঙ্গে খাপ খায়িয়ে জীবন ধারণ করার মানসিক মুল্যবোধ, সংস্কার, নিজ নিজ সামাজিক আদর্শ ও রীতিনীতির মান দিন দিন অবক্ষয় হচ্ছে, এছাড়াও আশ্চর্য্যের বিষয় অনেকেই মানুষের জীবনের উপরোল্লিখিত ঐ দুটি সময়কালের মধ্যে যে অনেক পার্থক্য তা স্বীকার না করে অস্বাভাবিকতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে চলে। আবার অনেকে মনে করে, এই সময়ে প্রাপ্ত স্বাধীনতা, যেটা শিশুকাল থেকে অনেক বেশী তাই হচ্ছে অতি-বিনয়ী এবং বয়সগত সীমাবদ্ধতার শেকল কাটাবার প্রধান অস্ত্র। এটা সত্যি যে, সমাজ ভেদে, মানসিকতা ভেদে এই বয়ঃপ্রাপ্তিতার আচার আচরণ, দর্শন ভিন্ন হলেও, কিছু কিছু অবশ্যাম্ভাবিক কারণসমূহ যেমন পরিবার বিচ্ছিন্ন/ভাঙ্গার হার বৃদ্ধি, অবিবাহিত মাতৃত্বের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং যুবক-যুবতীদের যৌনব্যাধি সংক্রমনের হার বৃদ্ধি, পরিণত বয়সেও যৌনমরণ ব্যধি আক্রান্তের হার বৃদ্ধি ইত্যাদি দ্বারা সকল সুস্থ, চিন্তাশীল ব্যক্তির সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

এক্ষেত্রে অনস্বীকার্য যে, উপরোক্ত সমস্যাগুলির কারণে ব্যক্তিচরিত্র তথা সামাজিক মুল্যবোধের অবক্ষয়তার গুরুত্ব বিবেচনা করলে বাইবেলে বর্ণিত খ্রীষ্টিয় নীতিমালা, খ্রীষ্টের উপদেশসমুহ এমনকি দশআজ্ঞাও পালনের দ্বারা ঐ সকল অপ্রীতিকর সমস্যার নিয়ন্ত্রণ কিছুটা হলেও সম্ভব।

যিহুদী পিতামাতাকে ঈশ্বর কর্তৃক যে সকল আজ্ঞাসমুহ প্রদত্ত হয়েছিল পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করতে এবং সামাজিক অনাচারকে দূরীভুত করতে তারা সেগুলি আজও ধারণ করে।

> "আর তুমি তোমার সমস্ত হৃদয়, তোমার সমস্ত প্রাণ, ও তোমার সমস্ত শক্তি দিয়া আপন ঈশ্বর সদাপ্রভুকে প্রেম করিবে। আর এই যে সকল কথা আমি অদ্য তোমাকে আজ্ঞা করি, তাহা তোমার হৃদয়ে থাকুক। আর তোমরা প্রত্যেকে আপন আপন সন্তানগণকে এ সকল যত্নপূর্বক শিক্ষা দিবে, এবং গৃহে বসিবার কিংবা পথে চলিবার সময়ে এবং শয়ন কিংবা গাত্রোত্থান কালে ঐ সমস্তের কথোপকথন করিবে। আর তোমার হস্তে চিহ্নস্বরূপে সে সকল বাঁধিয়া রাখিবে, ও সে সকল ভূষণরূপে তোমার দুই চক্ষুর মধ্যস্থানে থাকিবে। আর তোমার গৃহদ্বারের কপালে ও তোমার বহির্দ্বারে তাহা লিখিয়া রাখিবে।" (দ্বিতীয় বিবরণ ৬ঃ৫-৯)

সন্তানদের জন্য আদর্শবান, উত্তম পিতা-মাতার কোন বিকল্প নাই। স্কুলে শিক্ষক শিক্ষিকার, যুব নেতা, টিভির শিক্ষামূলক অনুষ্ঠান বা অন্য যে কোন শিক্ষার মাধ্যমে ব্যবহৃত হউক না কেন পিতা-মাতার এবং পারিবারিক একীভুত আচরনগত শিক্ষণীয় পদ্ধতির তুলনায় ঐগুলি ততটা কার্যকরী নয়। যে সকল পিতা-মাতা তাদের ঐরসজাত সন্তান সন্ততিদের উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত, আদর্শবান করে গড়ে তুলতে তাদের দায়িত্বে সমপরিমান সচেতন নয় অথবা অবহেলা করে নিঃসন্দেহে তারা উঠতি বয়সী সন্তানদের অনিশ্চিত, মর্যাদাহীন পথে চলতে পরোক্ষভাবে সাহায্য করার সঙ্গে সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে তাদের বিবাহকালীন অন্যতম প্রতিজ্ঞা লঙ্ঘন করে চলছে।

অনেক পিতা-মাতারই মন্তব্য হয়ে থাকে "তারা নিজে নিজেরাই তাদের পথ খুঁজে দেখুক অতঃপর চলতে থাকুক যে সন্তান সাঁতার কাটতে জানে না সে তো গভীর পানিতে ডুববেই, জীবন পথে এই ধরণের সাঁতার কাটতে সুযোগ করে দেয় ঐ ধরনের অর্বাচীন পিতা-মাতা। বাইবেল পরিষ্কার নির্দেশ দেয় যে, প্রতিটি সন্তানেরই উপযুক্ত শাসনের ও নিয়মানুবর্তিতার প্রয়োজন। এই পৃথিবীতে আমাদের সর্ববিষয়ে সাহায্য ও পরামর্শ দাতা পবিত্র বাইবেলের সত্য বাক্য। শাসন ও নিয়মানুবর্তিতার অর্থ কোন কঠিন দৈহিক সাজা, বা অত্যাধিক মানসিক চাপ, বা নিষ্ঠুরাচারণ অথবা জীবনের স্বাভাবিক আনন্দ উৎফুল্লতা কেড়ে নেওয়া নয়। বাস্তবভিত্তিক উন্নত মর্যাদাপূর্ণ জীবন যাপনের প্রয়োজনে নীতিমালা, মূল্যবোধ শিক্ষাদান সেই সাথে সেগুলি অনুকরণ ও অনুসরণের দিকে লক্ষ্য রাখা। একটি উত্তম পদ্ধতিতে সেটা করা যেতে পারে, প্রতিদিন সময় সুযোগ করে পারিবারিক পরিবেশে বয়স ভেদে সকলে বাইবেল পাঠ, বাইবেল থেকে কোন গল্প/ ঘটনা পাঠ, সেটা কি ধরনের শিক্ষা রাখে, প্রত্যেকে তার নিজ নিজ শিক্ষা আলোচনা করতে পারে। নীচের পদগুলি দেখা যেতে পারে উদাহরনের জন্য। ইব্রীয় ১২ঃ৫-৮ পদ, হিতোপদেশ ১৩ঃ২৪, ১৯ঃ১৮ পদ।

উত্তম/যথাযোগ্য সমঝোতা (Healthy Understanding)

"তাদের নিজেদেরকেই খুঁজতে অথবা বুঝতে দেওয়া হোক" (Let them find out for themselves) উক্তিটি একান্তই বোকার মত উক্তি করা যখন কি না বিষয়টি শিক্ষা বিষয়ক। আর্দশ ও উত্তম পিতা-মাতাগণ তাদের উঠতি বয়সের সন্তানদেরকে সহজ সাবলীল ভাষায় যৌন কার্যক্রম ও সন্তানোৎপাদন সম্পর্কিত বিষয় শিক্ষা বা আলোচনা করে থাকে। প্রশ্নকরা এবং উত্তর দেওয়া, সন্তানেরা তাদের উৎসুক মন নিয়ে প্রশ্ন করবে, সেটা বড়দের কাছে অবান্তরও মনে হতে পারে, সেক্ষেত্রে তাদের না থামিয়ে যথাসম্ভব প্রশ্নগুলির উত্তর দেওয়া উচিৎ।

বাড়ীতে, পারিবারিক পরিবেশে সকল সদস্য-সদস্যার সঙ্গে তারা সমঝোতা পূর্ণ সর্ম্পক রাখে কি না, পড়াশোনার বাইরে তারা কি ভাবে তাদের অবসর সময় কাটায়, কি ধরনের ম্যাগাজিন, আর্টিকেল পড়ে সে সম্পর্কে সজাগ দৃষ্টি থাকা উচিৎ অভিভাবকদের গৃহ পালিত জীবজন্তু রেখে তাদের সংজনন পদ্ধতি ব্যাখ্যা করা, পরিবারে যে কোন নূতন অতিথির জন্ম পদ্ধতি সন্তানদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে আলোচনা করা অর্থাৎ এসব কিছুই করা উচিৎ সঠিক বা উপযুক্ত সময়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে তা দেখা, অলীক ঘটনাসমুহ, উপদেশমূলক বানী, কারণ অকারণে সব সময় বকাঝকা, অন্য পরিবার বা অপরের সম্পর্কে সমালোচনা উঠতি বয়সী মন-মানসিকতাকে দমিয়ে দেয়, তাদের সৃষ্টিশীল মননশীলতায়, ব্যাপারেও খ্রীষ্টিয় পিতা-মাতা, অভিভাবকদের সচেতন হতে হবে। আর এতে করেই খ্রীষ্টিয় পরিবারে বেড়ে উঠা সন্তানগণ যখন শরীরগত পরিবর্তনের কারণে নুতন হরমোন প্রবাহে দেহে, মনে নুতন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হবে তখন তারা সেই অভিজ্ঞতাকে খুবই স্বাভাবিক ভাবে গ্রহন করবে।

বয়ঃপ্রাপ্তির এই সন্ধিক্ষণটি প্রতিটি যুবক যুবতীর জীবনে ভিন্ন ধরণের আকস্মিক অনুভুতি বয়ে আনে আর সেটা প্রায় সময়ই তারা আবেগ অনুভুতি দ্বারা প্রকাশ করে, কখনও বা অতিনিশ্চিত কণ্ঠে দৃঢ়তার সাথে কথোপকথন, কখনও বা চোখের জলে, আবার কখনও বাকরুদ্ধ হয়ে অথবা হঠাৎ করেই তুচ্ছ কারণে প্রচন্ড রাগান্বিত হয়ে তর্কবিতর্ক করে, এই ক্রান্তি লগ্নগুলিতে পিতা-মাতা, অভিভাবককে আদর্শ ভুমিকা পালন করতে হয়, সহানুভুতি দিয়ে, সমঝোতাপূর্ণ মমতা সহকারে উদ্ভুত পরিস্থিতিকে সামাল দিতে হয়। যদি সুযোগ থাকে তাহলে কোন অভিজ্ঞ, পরিপক্ক ব্যক্তির উপদেশের সাহায্য নিতে হয়, বিশেষতঃ মানসিক চাপ বা ষ্ট্রেচের ক্ষেত্রে। সমস্যাসমূহ জটিল থেকে জটিলতার রূপ নেয় যখন পিতা-মাতা বা অভিভাবকরা মনে করে সমস্যাগুলি কিশোর বা উঠতি বয়সের দোষ, বয়স বাড়ার সাথে সাথে সব শুধরে যাবে, অথবা সন্তানদেরকে তিরস্কার করে তাদের আচরণের মন্দ সমালোচনা করে, অথবা বাড়ীতে তাদের বিভিন্ন অনুচিত কার্যকলাপকে দেখেও না দেখার ভান করে। এতে করে হয় তারা ভীষণ প্রতিবাদী অথবা অন্যায় করার প্রশ্রয় পায়, যার ফলে পরিবারে সব সময়ই অশান্তি বিরাজ করে। সন্তানদের অন্যায় আচরণ, সমস্যাসমূহ পাড়া, প্রতিবেশী জানবার আগেই পরিবারের গুরুজন,

বিশেষ করে পিতা-মাতা কর্তৃক বাড়ীতেই সেগুলির সমাধা করা প্রয়োজন, যুবক-যুবতীদের উৎসাহিত করা উচিৎ তারা যেন তাদের অভিভাবকদের সঙ্গে নিঃসঙ্কোচে সববিষয়ে আলাপ আলোচনা করতে পারে, অবসর সময় হালকা হাসিঠাট্টায়, আনন্দে কাটাবার সুযোগও অনুমতি দেওয়া প্রয়োজন। পরিবারের সকলের প্রতি ও পরস্পর পরস্পরের প্রতি যুবক-যুবতীগণের যেমন সৌহার্দ্যতা ও সম্মান দেখানো উচিৎ তেমনি তারাও সকলের কাছ থেকে সেইরকম সম্মান আশা করে, কারণ তারাও পিতা-মাতার মতই একক ব্যক্তিত্ব। পারিবারিক ভাবে জ্ঞানপূর্ণ পরামর্শ, উপদেশ যেটা পবিত্র বাইবেলের বিভিন্ন পুস্তকে বর্ণিত রয়েছে, সেসব প্রতিটি খ্রীষ্টিয় পিতা-মাতারই তাদের সন্তান তথা উঠতি বয়সীদের সাথে নিয়মিত ভাবে একত্রে পাঠ ও দৃষ্টি নিক্ষেপণ করা উচিৎ, তাতে করে উদ্ভুত যে কোন ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও জাগতিক সমস্যার মুকুলেই নিষ্পত্তি করা যেতে পারে। ভবিষ্যতে যেন সেটা তিক্ত ফল বা কঠিনতর কোন পচন বয়ে না আনে।

সঠিক ভারসাম্য রক্ষাকরণ (A Right Balance)

পিতা-মাতার পক্ষে তাদের সন্তানদের সবকিছু বিশেষ করে উঠতি বয়সীদের কার্যকলাপ সর্বক্ষণ নজরে রাখা বা তাদের কাম্যও নয় যে তাদের সন্তানেরা তদ্রুপ কাজ করবে। প্রয়োজনীয় উত্তম নীতিবোধে, সংস্কার বোধে লালিত, সৎপ্রবণতা, সদাচারণ অভ্যাস করণই উচিৎ সব সময় জোর গলায় আঙ্গুল উচিয়ে, অবিরত সন্দেহবশতঃ জেরা করার প্রবণতা পরিহার করা শ্রেয় এবং প্রতিটি আদর্শ পিতা-মাতার এটাই করা উচিৎ। এসব করার অর্থ এটা নয় যে তাদের অসদাচারণ করার সুযোগ করে দেওয়া অনেক পিতা-মাতাই হয়তো এ বিষয়টি গভীর ভাবে না নিয়ে প্রয়োজনে যুব সন্তানদের কাছে বাড়ীঘরের দায়িত্ব দিয়ে অন্যত্র চলে যায়, কখনও কোন বয়স্ক অভিভাবক বাড়ীতে রেখে যাওয়া ছাড়া পিতা-মাতার বাড়ীর বাইরে রাত্রিযাপন করা উচিৎ নয়। বিভিন্ন শিশুকিশোর সুলভ উপায়ে উঠতি বয়সী সন্তান তাদের বয়সী বিপরীত লিঙ্গের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপনের দ্বারা প্রিসেক্স অনুভুতি উপভোগ করে থাকে।

পিতা-মাতাগণ যখন বিষয়টিকে জেনেও না জানার ভান, বুঝেও না বোঝার ভান করে তখন তারা সেই রাজা যে কিনা সমুদ্রের উত্তাল ঢেউ কিনারা ছাপিয়ে উপরে উঠে যাওয়াকে ভ্রুক্ষেপ করেছিলো, সেই আহাম্মক রাজার ভুমিকা পালন করে। উত্তাল ঢেউকে বাধ দেওয়া বা অন্য কোন প্রতিরোধ ব্যবস্থা না নেবার ফলে প্লাবনে অনেক ক্ষতি দুঃখের কারণ হয়েছিল, যুবক-যুবতীর প্রথম যৌবনের অনুভুতি ঐ সমুদ্রের অশান্ত, উত্তাল ঢেউ এর মত, তাই পিতা-মাতা যদি প্লাবণ বা বন্যা আসবার আগেই সচেতন না হয় তাহলে তো প্লাবিত হয়ে সর্বনাশের কারণ হবেই। যে কোন উদ্ভুত পরিস্থিতি, বিষয়কে উপযুক্ত ভাবে নিয়ে বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা ভারসাম্যতা রক্ষাকরণে পিতা-মাতা এবং যুব সন্তানের উভয়েরই সমঝোতাপূর্ণ ভুমিকা রয়েছে। পরিবারের বাইরে অন্যান্য কিশোর-কিশোরী, যুব সন্তানদের বাড়ীতে আমন্ত্রণ করে বন্ধু-বান্ধবের

সংখ্যা বৃদ্ধি করে হাসি তামাসার, সঙ্গ উপভোগ করার মধ্য দিয়ে সন্তানদের সাথে সাথে পিতামাতারও নিশ্চয়তা পূরণ হয় অর্থাৎ বাড়ীতে তাদের উপস্থিতিতে সন্তানগণ কোন রকম অন্যায় আচরণ করবে না এবং সন্তানগণও সচেতন থাকবে।

যুবক/যুবতী হয়ে (On Being Young)

এক্ষণে আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি যুব বয়সের আনন্দ উচ্ছাস এবং উদ্ভুত সমস্যাদির অংশবিশেষ, যেটা বিবৃত হয়েছে ভালবাসা প্রদর্শিত হয়ে এবং পারিবারিক পরিবেশে বা অন্য কোন স্থানে যুব-বয়সীদের সঙ্গে দীর্ঘ সময় কাটানো ও মেলামেশার মধ্য দিয়ে, অনেকেরই একই ধরণের বক্তব্য যে যুবক-যুবতীরা দায়িত্বহীন ও স্বার্থপর। আমাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতাও আমাদেরকে উপলব্ধি করতে সাহায্য করবে 'যুববয়স' এই বিরোধী উক্তি সমূহ। যাহোক, নিমোক্ত প্যারাগ্রাফগুলি উল্লেখিত হচ্ছে এই আশা নিয়ে যে, যুবক-যুবতীগণ অথবা অন্য যারা নিজেদের আচরণ, ভাবধারাকে উন্নতমানের করতে ইচ্ছুক অথবা এমন কোন বিষয় বা আচরণ তাদের স্বাভাবিকভাবে বেড়ে উঠাকে বাধ সাধছে সেগুলি পরিহার করতে সাহায্য করবে।

যুব বয়স হচ্ছে ভীষণ অনুভুতি সম্পন্ন সংবেদনশীল বয়সের এই সতেজতা ও প্রাণবন্ততার উত্তমতা কিভাবে লাভ করা যায় সে বিষয়ে চিন্তাবিদ্‌রা গবেষণা করেছেন। বছরের পর বছর ধরে, সেখানে একটি মাত্রই আদর্শ ও উন্নত পথ সম্পর্কে তারা জোর দিয়েছেন, সেটা হচ্ছে খ্রীষ্টিয় পথ বা শিষ্যত্বের পথ অবলম্বণ করা। কোন কোন যুবক যুবতীদের ধারণা যুব বয়স থেকেই খ্রীষ্টকে অনুসরণ করার অর্থ হচ্ছে জীবনের সব আনন্দ উপভোগকে ত্যাগ করা।

প্রকৃতপক্ষে প্রশস্ত চিন্তাধারা কোন দিকেরই সীমানা হয় না। প্রকৃত বা সত্য শিষ্যত্বই হচ্ছে অতিমাত্রার খাঁটি ও চরম আনন্দ উপভোগ করা। কোন রকম বাক্যবাহুল্য ছাড়াই স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, যে সকল যুবক-যুবতীগণ খ্রীষ্টকে ভালবেসে তাঁর উপদেশবাণী, তাঁর পথ অনুসরণ করে তাদের নিজেদের জীবন পরিচালিত করে তারাই হচ্ছে পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে সুখী ও নিশ্চিন্ত যুবক-যুবতী। তাদের জীবনের সিঁড়ি বা পুল পার হতে জাগতিক কোন মেকী সাহায্য সহযোগীতার প্রয়োজন হয় না। তারা তাদের যুব বয়স স্বচ্ছ উৎফুল্ল বাস্তবতার সাথে কাটায় কারণ সেটার ভিত্তি দৃঢ় ও মজবুত নীতিমালা রচিত যা সহজে নমনীয় হয় না। অন্য যারা অলীক জাগতিক আনন্দ উচ্ছাসে মেতে থাকে বা নিজেদের রচিত জীবনাদর্শে দিন কাটায় তারা তাদের পথকেই উত্তম বলে দাবী করেন যে, যারা যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা বা উপদেশের নেতৃত্বে নিজেদের জীবন পরিচালনা করে তারাই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ আদর্শ, শঙ্কামুক্ত উন্নতমানের যুবক-যুবতী হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে। পূর্বে আমরা অলীক জাগতিকতা বা অন্যান্য অনাদর্শ বিষয় সম্পর্কে বলেছি আর সে সবকিছুরই গুপ্তভান্ডার হচ্ছে, মনুষ্য অন্তর, চিন্তাশক্তি মানুষের হৃদয়, হিংসাপরায়নতা, ঘৃণা, শত্রুতা, লোভ-লালসা, স্বার্থপরতা, ছলনায় পূর্ণ। আমাদের এই প্রকৃতি নিয়ে সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের কোন অভিযোগ নেই। কারণ তিনি জানেন উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা এ বিষয়গুলি পেয়ে থাকি।

তাই বাইবেল এবিষয়গুলির অন্ধকার দিকও আমাদের এই চিন্তাশক্তি দ্বারা পরিচালিত হবার ফলাফল সম্পর্কে সচেতন করে এবং একই সাথে শিক্ষাও দেয় কিভাবে আমরা আমাদের চিন্তাশক্তিকে উত্তম ভাবে পরিচালিত করতে পারি। উপদেশক ১১ঃ৯-১০; ১২ঃ১পদ,

> "হে যুবক, তুমি তোমার তরুণ বয়সে আনন্দ কর, যৌবনকালে তোমার হৃদয় তোমাকে আহ্লাদিত করুক, তুমি তোমার মনোগত পথসমুহে ও তোমার চক্ষুর দৃষ্টিতে চল; কিন্তু জানিও, ঈশ্বর এই সকল ধরিয়া তোমাকে বিচারে আনিবেন। অতএব তোমার হৃদয় হইতে বিরক্তি দূর কর, শরীর হইতে দুঃখ অপসারণ কর, কেননা তরুণ বয়স ও জীবনের অরুণোদয়কাল অসার।" ১২ঃ১ পদ, "আর তুমি যৌবনকালে আপন সৃষ্টিকর্ত্তাকে স্মরণ কর, যেহেতু দুঃসময় আসিতেছে, এবং সেই বৎসর সকল সন্নিকট হইতেছে, যখন তুমি বলিবে, ইহাতে আমার প্রীতি নাই।"

একজন প্রকৃত খ্রীষ্টিয়ানের লিপিবদ্ধ বিধি নিষেধ বিদ্যমান যেগুলি অনুসরণ কল্পে তাকে প্রলোভনে পতিত হওয়া থেকে রক্ষা করতে সাহায্য করে বন্ধুত্বের নির্মল সঙ্গ অথবা মূল্যবান ধারণাসমুহ একে অন্যের সঙ্গে বিনিময় করার সুযোগ থেকে। আমাদের মনের মন্দ চিন্তাধারা সব সময়ই উত্তম জীবন যাপনকে প্রতিহত করে থাকে। বিষয়টি অনুচিত যদি না আমাদের বিবেক আমাদের নাড়া না দেয় আর এইজন্যই মজবুত ভিত্তি প্রয়োজন। একমাত্র নিয়মিত বাইবেল অধ্যয়নই সঠিক পরামর্শ ও উপদেশ প্রাপ্তির উৎস, অতঃপর প্রার্থনা দ্বারা মানবীয় চিন্তাধারা অপসারিত হয়ে বাইবেলীয় উপদেশ সমূহের স্থিতিকল্পে ঈশ্বরের সঙ্গে যোগাযোগ দৃঢ়তর হয়। সাধারণতঃ একজন মানুষের চরিত্রের ধরণ প্রকাশ পায় কি প্রকারের সঙ্গী সাথীদের সঙ্গে মেলামেশা করে তার মধ্য দিয়ে তাই সদা সর্বদাই উপযুক্ত সঠিক সঙ্গ প্রয়োজন--- বই, পুস্তক, ম্যাগাজিন সমূহ ও এক বড় ধরনের প্রভাব ফেলতে পারে, তাই সেদিকও নজর রাখা উচিৎ। প্রতিদিন যে যতটুকু জ্ঞান, ভাল পরামর্শসমূহ হজম করে কাজে লাগাতে পারে তার ততটুকুই গ্রহন করা উচিৎ। আর ঐ সকল পদ্ধতি সমূহ মেনে চলার মধ্য দিয়েই প্রভু যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষা ও উপদেশসমূহের সারমর্ম উপলব্ধি দ্বারাই বাস্তবে দীর্ঘমেয়াদী আনন্দ উপভোগের অভিজ্ঞতা অর্জন করা সম্ভব।

প্রতিটি যুবক-যুবতী তথা খ্রীষ্টিয়ানদের উচিৎ তাদের সঙ্গী-সাথী পছন্দের ব্যাপারে যত্নবান হওয়া অর্থাৎ যেখানে বা যাদের সঙ্গে আমরা আমাদের অবসর সময়, অলস সময় কাটাই। আমাদের সঙ্গই যে আমাদের পরিচিতি বহন করে তা নয়; ক্রমশঃ যতদিন যায় আমরাও সেই দলে ভুক্ত হয়ে যাই, ধীরে ধীরে আমাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য আমাদের সঙ্গীদের মত হয়ে যায়। অতি সত্য উক্তি "সৎ সঙ্গে সৎ, অসৎ সঙ্গে অসৎ" এই সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলের বক্তব্য, ১ম করিন্থীয় ১৫ঃ৩৩ পদ বলে,

> "ভ্রান্ত হইও না, কুসংসর্গ শিষ্টাচার নষ্ট করে।"

অতএব, খ্রীষ্টের অনুসারী হিসেবে আমাদের অবশ্যই উত্তম বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন সঙ্গী নির্বাচন করা উচিৎ, তাদের সামাজিক মর্যাদা বা সৌন্দর্যে আকৃষ্ট না হয়ে নয়-মানসিক চিন্তা চেতনায় উন্নত মানের তথা সমমনা হওয়াটাই আবশ্যক। সুক্ষ চিন্তাধারা বা মন-মানসিকতা আসে একমাত্র সুক্ষ বিষয় ও সঙ্গ দ্বারা আর সেটা ঈশ্বর হতে পাওয়া যায়। বাইবেল বিষয়টিকে একটু ভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করেছে। হিতোপদেশ ৬ঃ২৭-২৮ পদ,

> "কেহ যদি বক্ষস্থলে অগ্নি রাখে, তবে তাহার বস্ত্র কি পুড়িয়া যাইবে না? কেহ যদি জ্বলন্ত অঙ্গারের মধ্য দিয়া চলে, তবে তাহার পদতল কি দগ্ধ হইবে না?"

অবশ্যই, হবে তাহলে বুঝা যাচ্ছে, মন্দ সংসর্গ, মন্দ মানসিকতা, চিন্তাধারা, মন্দ অভ্যাস মনুষ্য মনকে ক্ষত বিক্ষত করে, সুস্থ স্বাভাবিক মনকে কলুষিত করে এবং মন্দ কার্যক্রমের জন্ম দিতে প্রয়াস ঘটায়। অপর দিকে ভালসঙ্গ, ভাল চিন্তাধারা ভাল অভ্যাস মন-মানসিকতার উর্ব্বরতার সহায় হয়, মানবীয় প্রবণতাকে শুদ্ধি করে উন্নত মানের জীবন যাত্রাতে সাহায্য করে। পবিত্র বাইবেলে এই সম্পর্কিত বিশেষ নীতির উল্লেখ আছে। ২য় করিন্থীয় ৬ঃ১৪-১৫ পদ,

> "তোমরা অবিশ্বাসীদের সহিত অসম ভাবে যোঁয়ালিতে বদ্ধ হইও না; কেননা ধর্ম্মে ও অধর্ম্মে পরস্পর কি সহযোগিতা? অন্ধকারের সহিত দীপ্তিরই বা কি সহভাগিতা? আর বলীয়ানের [পাপ দেবের] সহিত খ্রীষ্টের কি ঐক্য? অবিশ্বাসীদের সহিত বিশ্বাসীরই বা কি অংশ?"

প্রেম/ভালবাসা হচ্ছে একটি পদ্ধতি (Love is a Process)

দু'জন একই মনের ব্যক্তি যখনই তারা একত্রিত হয় খ্রীষ্টের নীতিগত দিক বিবেচনা করে একই রকম ভাবে সাড়া দিতে বা দায়িত্ববান হতে প্রস্তুত থাকে। ভালবাসা একটি পদ্ধতির মধ্য দিয়ে ফলপ্রসূ হয় এটা কোন আকস্মিক লাভ দেয় না, ভালবাসার জন্য প্রয়োজন সময়, তড়িঘড়ি এবং চিন্তাহীনতা প্রকৃত ভালবাসায় বিশ্বাস, ভরসা রূপ নেয় না। ভালবাসায় বিশ্বাস, ভরসা, সম্মান ও নম্রতা বৃদ্ধি পায়, প্রথমতঃ আন্তরিকতা অতঃপর ভালবাসার বহিঃপ্রকাশ।

একটি দুঃখময় অভিজ্ঞতার সমন্বয় (A Mixture of Sad Experiences)

বছরের বেশীর ভাগ সময় ধরে একজন যুবতীর চিকিৎসা করেছিলেন যে সব পারিবারিক চিকিৎসক তাদের সকলেরই একই অভিমত, যে বালিকাটি তার পূর্ব জীবনাচারণ কখনই ফিরে পাবে না। সব সময়ই তার অশ্রুজল তার দুঃখ ও ভীতি প্রকাশ করত। তার ভীতির কারণ তার প্রতি তার পিতা-মাতার ব্যবহার সামাজিক প্রতিক্রিয়া, পড়াশোনার বিচ্যুতি, চাকুরী চ্যুতি, ইত্যাদি, বহিঃজগতের মুখোমুখি হতে সে লজ্জা পেত, অথচ এক সময় সে উৎফুল্ল ও নিশ্চিন্তায় জীবন যাপন করত। যৌবনের এই অর্থহীন ঘটনাগুলির প্রতিফলন দেখা যায় জীবনের কোন না

কোন সময়ে। আর এ সব কিছুরই ফলে হয়তো তাদের যৌন জীবনেও অনীহা আসে, বিবাহিত যৌনসঙ্গও সুখকর হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

অন্যদিকে অনেক প্রখ্যাত নর-নারীকেই অবৈধ যৌনতায় লিপ্ত হতে দেখা যায় সেটা বিবাহের আগে বা পরে ঘটে থাকে। পবিত্র বাইবেলে এ সম্পর্কিত জলন্ত ঘটনা বিবৃত আছে। বিখ্যাত রাজা দায়ুদ তাঁর জীবনের এক সময় বিবাহিতা বৎসেবার সৌন্দর্য্যে আকৃষ্ট হয়ে ব্যভিচারী হন। মানবীয় পাপের প্রবণতা হয় যখন তাঁর দৃষ্টি কোন কিছুতে আকৃষ্ট হয়, দেহ ও মনোগত চাহিদার কারনে, লুক্কায়িত অহংবোধের প্রকাশে। অতএব, প্রলোভন থেকে রক্ষা পাওয়ার একটি নিশ্চিত উপায় হচ্ছে আমাদের দৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণে রাখা, মনের মধ্যে লুক্কায়িত বাসনাকে উদ্দীপীত করা থেকে সংযত হয়ে কিভাবে ঈশ্বরের সঙ্গে কিভাবে দিনাতিপাত করা যায় নম্রচিত্তে তাই-ই শিক্ষা করা। বর্তমান যুগের বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমগুলি যেখানে মানবীয় ক্ষুন্নিবৃত্তিগুলিকে জাগিয়ে তুলতে প্রতিমুহুর্তে প্রচারে সক্রিয়, নারী-পুরুষের লজ্জা অনাবৃত্ত অঙ্গের প্রদর্শন যথা তথা, তদুপোরী আধুনিক সল্প পোশাকে যুবক-যুবতীর দৈহিক সৌন্দর্য্য (?) দেখাবার প্রয়াস, সেখানে ঈশ্বরের সঙ্গে চলতে প্রথম প্রথম সকলকেই বেগ পেতে হয়। নিজেদেরকে ঐ প্রকার জাগতিক প্রলোভন থেকে দূরে রাখতে একটি বিশেষ পরামর্শ বা উপদেশ-তাদেরই জন্যে যারা সত্যিকার অর্থে খ্রীষ্ট মত বা তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে চায়, তারা যেন নিজেদের কাছে নিজেরাই প্রশ্ন করে, "এই সময়ে যদি প্রভুর পুনরাগমন হয় আর আমি যদি সল্পবাসে প্রায় অনাবৃক্ত শরীরে থাকি, আমার আচরণ, স্বভাব চরিত্র যদি অবিশ্বাসীদের মত হয় তাহলে কি আমার পরিত্রাণকর্তা খ্রীষ্ট যীশু লজ্জিত হবে না?" এই প্রশ্নের সমাধান আমাদেরকে করতে হবে।

গঠনমুলক চিন্তা-ভাবনা (Constructive Thinking)

চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের যে কোন দিককে পরিবর্তন করতে অবশ্যই উত্তম গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি ও তাঁর অভ্যাস গড়ে তোলা প্রয়োজন, এই সম্পর্কে পবিত্র বাইবেল বলে, ফিলিপীয় ৪ঃ৮ পদ,

> "অবশেষে, হে ভ্রাতৃগণ, যাহা যাহা সত্য, যাহা যাহা আদরণীয়, যাহা যাহা ন্যায্য, যাহা যাহা বিশুদ্ধ, যাহা যাহা প্রীতিজনক, যাহা যাহা সুখ্যাতিযুক্ত, যে কোন সদ্‌গুণ ও যে কোন কীর্ত্তি হউক, সেই সকল আলোচনা কর।"

বাইবেল সম্পর্কে চিন্তাভাবনা, এর বিষয় নিয়ে আলোচনা সম্পূর্ণরূপে বিশুদ্ধ। তাই যদি যুবক-যুবতীরা বিষয়টির গুরুত্ব আন্তরিকতার সাথে উপলব্ধি করে বাইবেলের উপদেশ সমূহ বাস্তবে প্রয়োগের উদ্যোগ নেয়, তবে দৃঢ়তার সাথে বলা যায় যে, জাগতিক কোন প্রলোভন, মন্দতায় তাদের স্পর্শ করবে না বরং বিভিন্ন রকম ঘটনা দ্বারা দুঃশ্চিন্তা ও আতঙ্কগ্রস্থ হওয়ার পরিবর্তে অনাবিল ফুর্তিতে জীবন যাপন করতে পারবে।

উন্নতি সাধনের উপায়/পথ (The Way to Improvement)

নিজের প্রতি নিজেকেই করুনাবিষ্ট অথবা নিজ উদ্যোগী হবার মধ্য দিয়ে অনেক বৃহৎ উদ্দেশ্য সাধন করা সম্ভব। উদ্ভুত বিষয় থেকে মন-মানসিকতা ও শরীরকে অন্য কোন দিকে/ বিষয়ে ব্যস্ত রাখার দ্বারা উন্নতি সাধন করা সম্ভব, অর্থাৎ জাগতিক প্রলোভনের মুখোমুখি না হতে পারা। যে কোন মন্দতায় উত্তম বিকল্প হচ্ছে বাইবেলের সাহায্য নেওয়া এবং যথাযথ কার্যকরী করা। প্রার্থনার মধ্য দিয়ে প্রতিদিনের শুরু, অতঃপর যখনই আমাদের উগ্র মস্তিষ্কে কোন রকম অসার চিন্তাভাবনার উদ্রেক হয় তখনই বাইবেলের জানা কাহিনী সমূহ বা প্রার্থনা মনে মনে আওড়ানো উচিৎ চাইলে সুস্থ মান সম্পন্ন জ্ঞানদায়ক বই-পুস্তক পাঠ করা যেতে পারে। এরমধ্যে বাইবেলের নাম প্রথমেই আসে, এছাড়া মনে গেঁথে রাখা যায় এমন কোন বিষয় পাঠ করা উচিৎ। কোন ব্যক্তির সঙ্গে আলাপ আলোচনা করার দ্বারাও উদ্ভুত/ সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে সাহায্য পাওয়া যায়, বিশ্বস্ত, সমমনা, ব্রাদার বা সিষ্টার, যার সাথে সহজেই যে কোন বিষয় নিয়ে কথা বলা যায় এমন কোন ব্যক্তিকেই বেছে নেওয়া উচিৎ।

অবশ্যই বিশুদ্ধ বাতাস এবং প্রয়োজনীয় ব্যায়াম করাটাকে ভুললে চলবে না, শরীরের সচলতা, বেড়ে উঠার জন্য এটারও ভুমিকা যথেষ্ট। উত্তম মুল্যবোধ, আদর্শ তথা বাইবেলীয় আদর্শ ও সংস্কারের প্রতি মন-মানসিকতাকে মনোনিবেশ করে জীবনের উজ্জ্বল দিনগুলি স্মরণীয় আদরনীয় করে প্রতিটি যুবক-যুবতীরই সচেষ্ট হওয়া উচিৎ। এরই মধ্যে যদি কেউ কোন রকম অসৎ সঙ্গ বা অপ্রয়োজনীয় অভ্যাসের বশবর্তী হয় তবে হতাশাগ্রস্থ না হয়ে, কিভাবে পরিত্যাগ করা যায় সে বিষয়ে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন, হয়তো বা একদিনেই পরিত্যাগ করা সম্ভব নয়, নিয়মিত একনিষ্ট উদ্যোগে অবশ্যই সফলতা আসবে। একজন সফল মানুষের অভিজ্ঞতা সম্বলিত বক্তব্য মনে মনে সঙ্কল্প করুন, একটি নির্দিষ্ট সময় ধরে নিন এবং ধীরে ধীরে বা প্রতিদিনই সেই অপ্রয়োজনীয় সঙ্গ বা অভ্যাস থেকে বিরত থাকুন, অতঃপর দীর্ঘ সময়ের জন্য এইভাবে করলে সেই বিষয়গুলি দূর্বল হয়ে যাবে এবং এক সময় পর সম্পূর্ণ নিরাময় সম্ভব। চেষ্টা করে দেখুন না!

কিন্তু ধরা যাক ..... ? (But Supposing .....?)

কিন্তু ধরা যাক, কোন একজন দুঃখজনক ভাবে কোন না কোন কুঅভ্যাসে জড়িত হয়ে পড়েছে বা অন্য আরেকজন পড়তে যাচ্ছে, এই সকল পরিণতির কি কোন সমাধান বা বিকল্প নেই? সভ্য সমাজের অনেকেই হয়তো তাদের পরিত্যাগ করেছে বা করবে বলে ধরা যাক, সেটাই কি সব সমস্যার সমাধান? পাপীরা কি ঈশ্বরের করুণা চিরতরে হারিয়ে ফেলে? ঈশ্বর কি আমাদের মাত্র একটি পাপ বা একটি কুঅভ্যাসের জন্য বর্জন করেন, তাঁহার করুনা থেকে বঞ্চিত করেন? না, তা কখনই না। ঈশ্বর সব সময় সব পরিস্থিতিতেই আমাদেরকে পেতে চান, আমাদের অতীত

কর্মকান্ড, যত প্রকার কুঅভ্যাস আমাদের জীবনে থাকুক না কেন, ঈশ্বর সেদিকে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখেন না সব সময় যখন আমরা আমাদের মন্দতা থেকে ফিরতে চাই সাহায্য করেন, এছাড়া পবিত্র বাইবেলে তাঁর প্রতিজ্ঞা, আমরা আমাদের ধুয়ে পরিস্কৃত হয়ে ঈশ্বরের বাড়ীর সদস্য হিসেবে পরিগণিত হতে পারি। যদি আমরা মন ফিরাই। মথি ৯ঃ১০ পদ থেকে ১৩ পদ, লূক ১৫ঃ১২-৩২পদ। মথি ৯ঃ১০-১৩ পদ,

> "পরে তিনি গৃহমধ্যে ভোজন করিতে বসিয়াছেন, আর দেখ, অনেক করগ্রাহী ও পাপী আসিয়া যীশুর এবং তাঁহার শিষ্যদের সহিত বসিল। তাহা দেখিয়া ফরীশীরা তাঁহার শিষ্যদিগকে কহিল, তোমাদের গুরু কি জন্য করগ্রাহী ও পাপীদের সহিত ভোজন করেন? তাহা শুনিয়া তিনি কহিলেন, সুস্থ লোকদের চিকিৎসকের প্রয়োজন নাই, বরং পীড়িতদেরই প্রয়োজন আছে। কিন্তু তোমরা গিয়া শিক্ষা কর, এই বচনের মর্ম্ম কি, "আমি দয়াই চাই, বলিদান নয়" কেননা আমি ধার্ম্মিকদিগকে নয়, কিন্তু পাপীদিগকে ডাকিতে আসিয়াছি।"

যীশু খ্রীষ্ট এই পৃথিবীতে থাকাকালীন সময়ে তাঁর সঙ্গী সাথীরা ছিলো তৎকালীন সমাজের অখ্যাত, পাপী হিসেবে পরিচিত লোকজন। তার কারণ তিনি তাদের পাপ সমূহকে গুরুত্ব না দিয়ে তাদেরকে সাদরে গ্রহন করেছিলেন বলে নয় কিন্তু কারণ হচ্ছে তারা নিজেরাই তাদেরকে (পাপ স্বভাবকে) পরিত্যাগ করে ছিলো। সাধারণ ভাবে যাদেরকে পাপী, নিকৃষ্টতর বলে মনে হয়, তাদের দ্বারাই অনেক সময় অতি আশ্চর্য্যতম কার্য সাধিত হয়। ১ম করিন্থীয় ৬ঃ৯-১১ পদ ব্যক্ত করে এই সত্যটি,

> "অথবা তোমরা কি জান না যে, অধার্ম্মিকেরা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না? ভ্রান্ত হইও না; যাহারা ব্যভিচারী কি প্রতিমাপুজক কি পারদারিক কি স্ত্রীবৎ অনাচারী কি পুঙ্গামী কি চোর কি লোভী কি মাতাল কি কটূভাষী কি পরধনগ্রাহী, তাহারা ঈশ্বরের রাজ্যে অধিকার পাইবে না। আর তোমরা কেহ কেহ সেই প্রকার লোক ছিলে; কিন্তু তোমরা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে ও আমাদের ঈশ্বরের আত্মায় আপনাদিগকে ধৌত করিয়াছ, পবিত্রীকৃত হইয়াছ, ধার্ম্মিক গণিত হইয়াছ।"

যখন যীশু খ্রীষ্টের শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে একজন পাপী অনুতপ্ত হৃদয়ে তাঁর পথে চলতে চায় তখন সকল মন্দতা দূরে সরে যেতে থাকে এবং সেই ব্যক্তির নব জীবনের সূচনা হয়। আর সেই কারণেই একটি সাধারণ প্রথা, বাপ্তিস্মের মাধ্যমে প্রতিটি প্রাপ্তবয়স্ক বিশ্বাসীকে খ্রীষ্ট যীশুকে ত্রাণকর্তা হিসেবে স্বীকার করা, জল দ্বারা যেমন দেহকে ধৌত করা হয় তেমনি খ্রীষ্ট মনকে পরিস্কৃত করেন। ১ম পিতর ৩ঃ২১ পদ এবং ২য় করিন্থীয় ৭ঃ১ পদ দয়া করে পাঠ করুন। এই ধৌতকরণ বা শুচিকরণ পদ্ধতিটি সকলের জন্যই প্রযোজ্য এমনকি যারা খ্রীষ্টের সেবায় রত রয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও। এছাড়া যারা খ্রীষ্টের সেবায় এক সময় রত ছিল, পরবর্তীতে পাপ বা ভুল করার কারণে পতিত হয়েছে তারও। যদি ফিরতে চাই পাপ থেকে, সাদরে আমন্ত্রিত।

অর্থাৎ ঈশ্বরের ক্ষমা বিনামুল্যে সকলের জন্যই, বিশেষ করে কেউ যদি প্রকৃত অনুতাপের মধ্য দিয়ে খ্রীষ্টকে স্বীকার করতে চায়।

পাপের ক্ষমাপ্রাপ্তি ও নূতন জীবন শুরু করাটাই হচ্ছে অনুতপ্ত হওয়ার লক্ষণ। খ্রীষ্ট বিনা সাধারন জীবন যাপন থেকে খ্রীষ্ট সহবর্তী নূতন জীবনের অভিজ্ঞতায় যথেষ্ট পার্থক্য, জীবন যাপনের প্রতিটি ধারায় থাকে আনন্দ ও সার্থকতার উচ্ছাস। খ্রীষ্ট সহবর্তী পুরুষ ও নারীর জীবনে থাকে নব উদ্দীপনা। একই ভাবে নারী পুরুষের বিবাহোত্তর সম্পর্ককে তার থেকে বেশী গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ এই পবিত্র সম্পর্কটি প্রতিফলন করে খ্রীষ্টের সঙ্গে মন্ডলীর সম্পর্ককে। মন্ডলীর প্রতি খ্রীষ্টের ভালবাসা এবং খ্রীষ্টের প্রতি মন্ডলীর সামগ্রিক নির্ভরতা, বিশ্বস্ততাতেই প্রকৃত বৈবাহিক সম্পর্কের ভিত্তি। কিন্তু অপর দিকে মানব মানবীর বিবাহের স্থিতিকাল হচ্ছে তাদের জীবনাবসান পর্যন্ত, খ্রীষ্টের শিষ্যত্ব যেটা হচ্ছে মন্ডলীর ভিত্তি সেটার স্থিতিকাল চিরকারের জন্য।

তদুপরী খ্রীষ্টের আগমনে ঈশ্বরের রাজ্যে বিশ্বাসীগণ খ্রীষ্টের বধু সাজবে, তার সমস্ত সৌন্দর্য্য পরিস্ফুটিত হয়ে খ্রীষ্টের সঙ্গে অপার আনন্দে অনন্তকাল কাটাবে। ইফিষীয় ৫ঃ২১-৩৩ পদ।

সুসমাচার, বিবাহ এবং যৌন মূল্যবোধ পুস্তিকাটি পাঠ শেষে সুধী পাঠকবৃন্দকে নিম্নের প্রশ্নাবলীর উত্তর, বা কোন মন্তব্য বা কোন পরামর্শ আমাদের ঠিকানায় পাঠাবার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

প্রশ্নাবলী

১। 'বিবাহ' প্রথার প্রচলন হয়েছিল কিভাবে?

২। পারিবারিক জীবনের সুখ-সমৃদ্ধি কিসের উপর ভিত্তি করে পরিচালন হয়?

৩। বৈবাহিক সম্পর্কের সুখ শান্তি বজায় রাখতে যৌন সম্পর্ক ছাড়াও আর কি কি উপাদানের প্রয়োজন?

৪। সন্তানদের নৈতিক মুল্যবোধ উন্নয়নে পিতা-মাতার সর্বোচ্চ কি ধরণের দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট হতে হয়?

৫। ভালবাসার আদান প্রদানে কোন বিশেষ ভুমিকাটিতে আত্ম সংযমের প্রয়োজন?

উত্তর/ মন্তব্য পাঠাবার ঠিকানা ঃ

প্রাপক

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্

পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ**

৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

খ্রীষ্টাডেলফিয়ান বাইবেল স্টুডেন্টস্
পি ও বক্স নং ৯০৫২, বনানী, ঢাকা, ১২১৩, **বাংলাদেশ** থেকে প্রকাশিত
৩বি, ৩২১ যোধপুর পার্ক, কোলকাতা, ৭০০০৬৮, পশ্চিমবঙ্গ, **ভারত**

The Gospel, Marriage & Sexual Morality

By Dr. J. Alfree & H. Tennant

ভাষান্তর ঃ ডরোথী দাশ বাদলু

Published by:

Christadelphian Bible Students

P.O. Box 9052, Banani, Dhaka, 1213, **Bangladesh**

3B, 321 Jodhpur Park, Kolkata, 700068, West Bengal, **India**

© Copyright Bible Text: BBS (with permission)